নিঃশব্দ সন্ত্রাস

—"সবচেয়ে বেশি ভয় দিদিকে নিয়ে, দিদি দেখতে বেশ সুন্দরী, ভাবলাম দিদিই হবে ওদের প্রথম টার্গেট। হিন্দু মেয়েদের ওপর ওদের বরাবর লোভ"

শ্রী গোলক বিহারী মজুমদার
অবসর-প্রাপ্ত ডাইরেকটর জেনারেল
পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ

....

"হিন্দু মেয়েদের মুসলমানদেরকে বিয়ে করা মানে জিভদিয়ে ক্ষুর চাটার মতই বিপদজনক ...." হিন্দুরা বলছে হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই। মুসলমানরা কিন্তু কোনদিনই আমাদের ভাই হতে চায়নি। তারা আমাদের দুলাভাই (ভগ্নিপতি) হতে খুবই আগ্রহী। হিন্দুদের সব কিছুই খারাপ কিন্তু মেয়েগুলো বড্ড ভালো।

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

....

জিহাদিদের (মুসলিম মৌলবাদী) একটা মহান গুণ তারা মালাউন (হিন্দু) মেয়ে পছন্দ করে। "মালাউন মেয়েগুলোর গন্ধ আমার ভালো লাগে। ব্রাহ্মণ হোক আর চাঁড়াল হোক আর কৈবর্ত যাই হোক ওগুলোর গন্ধ ভালো। একটা তীব্র প্রচন্ড দমবন্ধ করা মহা পার্থিব গন্ধ ছুটে আসে ওদের স্তন থেকে। বগলের পশম থেকে, উরু থেকে, ওদের কুঁচকির ঘামেও অদ্ভুত সুগন্ধ", বই-এর নাম পাক সার জমিন সাদবাদ, লেখক হুমায়ুন আজাদ।

....

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

লেখক পরিচিতি

স্বামী বিবেকানন্দ, আব্রাহাম লিঙ্কন এবং ডেল কার্ণেগীর একনিষ্ঠ ভক্ত রবীন্দ্রনাথ দত্ত অবিভক্ত ভারতের নোয়াখালী জেলার কালিকাপুর গ্রামে বাংলা ১৩৩৮ সালে ১৩ই বৈশাখ দিবা ৯টায় জন্মগ্রহণ করে। পিতা হেমেন্দ্রলাল দত্ত হাইস্কুলের শিক্ষক, মাতা চারুলতা দত্ত গৃহবধূ। পরবর্তীকালে ঢাকা শহরের উয়ারীর বাসিন্দা। কর্মজীবনে ভারতীয় জীবনবীমা নিগমের অবসর প্রাপ্ত সিনিয়ার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট মুসলীম লীগের ডাইরেক্ট একসান্ ডে এবং ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা শহরে তথা সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু নিধন যজ্ঞের প্রত্যক্ষদর্শী। ১৯৫০ সালে হিন্দু নিধনের শিকার হয়ে একবস্ত্রে ঢাকা শহর ত্যাগ করে কলকাতা আগমন, ১৯৪৬ সালের অক্টোবর নোয়াখালী জেলার হিন্দু নিধনের পর সেখানে স্বেচ্ছাসেবকের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ঢাকা এবং নোয়াখালীর গ্রাম্ অঞ্চলে বহু বর্বরোচিত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। তার বহু লেখা দেশের এবং বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

এই লেখকের অন্যান্য বই — মানবতার শত্রু ইসলাম, শ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী ও শ্রী লালকৃষ্ণ আদবানির নিকট খোলাপত্র, মমতা ব্যানার্জীর নিকট খোলাপত্র, দ্বিখণ্ডিতা মাতা ধর্ষিতা ভগিনী, ধর্ষিতার জবানবন্দী।

ভূমিকা

পরম প্রীতিভাজন শ্রী রবীন্দ্রনাথ দত্তের 'নিঃশব্দ সন্ত্রাস' এক অনবদ্য প্রকাশনা। লেখক তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে হিন্দুসমাজের উপর বিশেষতঃ হিন্দু মেয়েদের উপর লোলুপ দৃষ্টি, ধর্মান্তরিত করা ও অত্যাচারের করুণ অবস্থার বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোন মুসলমানের পক্ষে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে অন্য কোন ধর্মগ্রহণ করা একটি মারাত্মক পাপ, যার নাম মোরতাদ (বা Apostat) এবং এই মোরতাদের শাস্তি হল মৃত্যু। ইসলামী মতে, মানুষ দু'রকমের (১) মুসলমান এবং (২) অ-মুসলমান কাফের। কোরাণ মতে, একজন মুসলমানের পক্ষে সব থেকে পুণ্যের কাজ হল, কাফেরদের হত্যা করা। হিন্দুরা তাদের কাছে কাফের। কাজেই কোরাণের নির্দেশ, কাফেরদের যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর। ঘরবাড়িতে আগুন দাও। যথাসর্বস্ব লুঠ কর। হিন্দু মহিলাদের উপর অমানবিক ও পাশবিক অত্যাচার কর, দেবমন্দির অপবিত্র ও ধ্বংস কর ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে পুণ্যসঞ্চয় হবে এবং তারা বেহেশতে যাবে। শুধুমাত্র হিন্দু মেয়েই নয়। কোন হিন্দু ব্যক্তি যদি কোন মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, তাহলেও শর্ত ঐ একটিই। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ও ধর্মান্তরিত হওয়া। লেখক এই গ্রন্থটিতে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির শুধুমাত্র বৈবাহিক কারণে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়া ও নতুন নামে পরিচিত হওয়ার যে উদাহরণ তুলে ধরেছেন তা আমাকে শুধু অবাকই করেনি। আমার হিন্দুত্ব ও মানবাত্মাকে বিদীর্ণ করেছে। শিক্ষিত হয়েও অশিক্ষিত জড়বুদ্ধিসম্পন্ন তথাকথিত এই সকল হিন্দুগণ ইসলাম ধর্মের সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলোতো দূরের কথা, মোটা দাগের নিয়মগুলোও জানে না। দীর্ঘ সময় ধরে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ, পশ্চিম পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান পাকিস্তানে মৌলবাদী তান্ডব চলছে, এমনকি আফগানিস্তানের তালিবান নামক মুসলিম মৌলবাদীদের পাশবিক অত্যাচার কারও অজানা নয়। নারী ও বিধর্মী নির্যাতনের ব্যাপারে পৃথিবীর সব মুসলিম রাষ্ট্রে একই পথ অবলম্বন করা হয়। নির্যাতনের পদ্ধতির এই যে মিল, তার কারণ কোরাণ ও হাদীসের অপরিবর্তনীয় বিধি বিধান। পৃথিবীর তাবৎ মৌলবাদী অপশক্তি তাদের কোরাণ ও হাদীসকে মেনেই একই ধরনের অপকর্ম

করে যাচ্ছে। আমাদের দেশেও এই অশুভশক্তির কালো ছায়া সুস্পষ্ট ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আজ পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় হিন্দুরা সংখ্যালঘু। প্রায় সর্বত্রই চলছে ভারত বিরোধী এবং হিন্দু বিরোধী তৎপরতা। এন.জি.ও বা তথাকথিত সেবামূলক সংস্থাগুলোও মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষা ও সেবার নামে তাদের জেহাদি বানিয়ে তুলছে। এজন্য বিপুল পরিমাণে অর্থের যোগান আসছে সৌদি আরব, কুয়েত, লিবিয়াসহ অন্যান্য মুসলিম দেশগুলো থেকে। অন্যান্য মদত আসছে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে। বিশেষ করে ভারত বিরোধী প্রচারের মালমশলা যোগান দিচ্ছে পাকিস্তান আর মুসলিম অনুপ্রবেশকারীর ঢল বইয়ে দিচ্ছে বাংলাদেশ। সেই সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গী কার্যকলাপ ও অসামাজিক ক্রিয়াকর্ম তো আছেই। পাশাপাশি রয়েছে কেন্দ্রের গণতান্ত্রিক ইউ. পি. এ. সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের মধ্যে প্রতিযোগিতা, মুসলিম তোষণ ও সংখ্যালঘু উন্নয়নে অধিক সুবিধাদান কে বেশী দিতে পারে এই নিয়ে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির আতঙ্কজনক রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর সেটা "ঠিক নয়" বলে সরকারী তরফে তাকে নস্যাৎ করে নতুন (সাজানো) তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে যাতে আগের চাইতে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩৬ শতাংশ থেকে নামিয়ে ২৫ শতাংশ দেখানো হয়েছে।

জন্মসূত্রে পাকিস্তানী এবং বর্তমানে ব্রিটেনপ্রবাসী বিদ্রোহী লেখক জনাব আনোয়ার শেখ তার ইসলাম-আরবের জাতীয় আন্দোলন গ্রন্থে বলেছেন, "ইসলাম শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক" (পৃঃ ৪৮)। ঐতিহাসিক উইলিয়াম ম্যুর-এর বিচারে " মোহাম্মদের তরবারি ও কোরাণ সভ্যতা, স্বাধীনতা ও সত্যের ভয়ঙ্কর শত্রু" (The sword of Mohammad, and the Koran, are the most stubborn enemies of civilisation, liberty and truth which the world has yet known". From : " The Life of Mohammad", First Indian Reprint, 1992, P-522). তাই লেখকের লেখা এই বইটি পড়তে গিয়ে বার বার এই প্রশ্নটি আমার মনে এসেছে কি এর প্রতিকার?? তোষণ না প্রতিবাদ?

শুভার্থী—

স্বামী প্রদীপ্তানন্দ

ভারত সেবাশ্রম সংঘ

বিনীত নিবেদন

সম্প্রতিকালে পশ্চিমবঙ্গে রিজওয়ানুর রহমান ও প্রিয়াংঙ্কা টোডীর বিয়ে নিয়ে যে ঝড়ের সৃষ্টি হয়েছে তার ঢেউ সারা ভারতে তথা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ভাবী কালের পাঠক এবং গবেষকদের কথা চিন্তা করে বিষয়টার উপর একটু বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করছি। কলিকাতার পার্ক সার্কাসের এক মুসলমান বস্তীবাসী রিজওয়ানুর রহমান। লেখাপড়া শিখে একটা কম্পিউটার শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষকতা করতেন। সেই সংস্থায় ছাত্রী হিসাবে ভর্তি হয় সল্টলেকের কোটিপতি হিন্দু ব্যবসায়ী অশোক টোডীর কন্যা প্রিয়াঙ্কা টোডী। মৌলবাদী মুসলমানদের যা স্বভাব ছলে বলে কৌশলে অথবা প্রেমের ফাঁদ পেতে হিন্দু মেয়েদের বিয়ে করে তাদের কন্যা এবং ধনসম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়া, এক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। ১৮ আগষ্ট ২০০৭ স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট ১৯৫৪ অনুসারে তাদের বিয়ে হয়। ৩১শে আগষ্ট ২০০৭ প্রিয়াঙ্কা বাবার বাড়ী ছেড়ে রিজওয়ানুরের বাড়ী চলে যায়। ৮ই সেপ্টেম্বর ২০০৭ পুলিশের মধ্যস্থতায় প্রিয়াঙ্কা তার বাপের বাড়ীতে ফিরে আসে। ২১শে সেপ্টেম্বর পাতিপুকুরের রেল লাইনের ধারে রিজওয়ানুর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। নানা টানাপোড়েনের শেষে ৮ই জানুয়ারী, ২০০৮ সি.বি.আই কলিকাতা হাইকোর্টে রিপোর্ট দেয় প্রবল চাপের মুখে পড়ে রিজওয়ান আত্মহত্যা করেছে।

এখানে উল্লেখ্য যে এর পূর্বেও পম্পা রায় নামে এক জনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল রিজওয়ানের। সেই সর্ম্পক টিকে ছিল তিন বৎসর । তার পর মাধবী চন্দাকে, তার সঙ্গে সর্ম্পক ছিল। এক বৎসর শেষে ছাত্রী প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে সর্ম্পক তৈরী হয় ।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভন্ড সেকুলারবাদী এবং সংবাদ মাধ্যমগুলি যে আলোড়ন শুরু করেছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে সল্টলেকের কিছু উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোক গত ২রা অকটোবর ২০০৭ এক ঘরোয়া সভার আয়োজন করেন। সভার প্রায় ৫০ জন বিদগ্ধ ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। আমন্ত্রিত

হয়ে আমিও সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম। ঐ সভায় আমার বক্তব্য শুনে সভাপতি শ্রী অমিতাভ ঘোষ মহাশয় (অবসরপ্রাপ্ত একাউন্টেন্ট জেনারেল বিহার সরকার) রিজওয়ানুর প্রিয়াঙ্কার উপর একটা হ্যান্ডবিল তৈরী করে দিতে অনুরোধ করেন। পরবর্তীকালে আমার তথ্য ভান্ডার মন্থন করে অতি সংক্ষেপে যা দাঁড়ালো তা নিয়ে একটা বই ছাপার মনস্থ করলাম। পান্ডুলিপিটা তৈরী করে কয়েকজন পরিচিতি প্রকাশকের সাথে যোগাযোগ করলাম। আমি ছাপানোর সমস্ত খরচ বহন করবো বলা সত্ত্বেও মৌলবাদী মুসলিমদের ভয়ে বইটা কেউই প্রকাশ করতে রাজি হলেন না। অবশেষে ও.বি.সি. সংবাদের সম্পাদক তথা কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট শ্রী বীরেন্দ্র কুমার ভৌমিক মহাশয়ের শরণাপন্ন হলাম। পান্ডুলিপিটা পড়ে তিনি এককথায় রাজি হয়ে গেলেন। এজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জানানোর কোন ভাষা আমার নেই। বইটার নামকরণ করে দিয়েছেন আমার বিশেষ বন্ধু সু-সাহিত্যিক এবং বহু গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীগুরুপদ বিশ্বাস। বইটি ছাপানোর ব্যাপারেও তিনি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। অবশেষে ১লা জানুয়ারী ২০০৮ বইটি ছাপাখানা থেকে বেরিয়ে এলো। তিন মাসের মধ্যে বইটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হলো। তারমধ্যে ১০০ কপি ইংল্যান্ড পাড়ি দিয়েছে। প্রায় ১০০ কপি পুলিশ মহলে বিক্রি হয়েছে। বিভিন্ন আদালতের আইনজীবিদের মধ্যেও প্রায় ১০০ কপি বিক্রি হয়েছে। ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী যুক্তানন্দজী মহারাজের হাতে এক কপি দিয়ে এসেছি। সংঘের সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকেই বইটা পড়ে আমাকে আশীর্বাদ বাণী পাঠিয়েছেন। ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। বইটা পড়ে চেনা-অচেনা অসংখ্য ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার কাছ থেকে ফোনে অভিনন্দনের বার্তা পেয়েছি। যাদের মধ্যে আছে সাধারণ গৃহবধু থেকে হাইকোর্টের মহামান্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। কয়েকজন প্রথিতযশা আইনজীবি বলেছেন যারা হিন্দু পলাতকা কন্যাদের পিতাদের হয়ে মামলা লড়ছেন তাদের পক্ষে বইটা একটা অনবদ্য দলিল। তবে বিরুদ্ধ মতবাদের কিছু লোকের ফোনও পেয়েছি। তারা আমার

হয়ে আমিও সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম। ঐ সভায় আমার বক্তব্য শুনে সভাপতি শ্রী অমিতাভ ঘোষ মহাশয় (অবসরপ্রাপ্ত একাউন্টেট জেনারেল বিহার সরকার) রিজওয়ানুর প্রিয়াঙ্কার উপর একটা হ্যান্ডবিল তৈরী করে দিতে অনুরোধ করেন। পরবর্তীকালে আমার তথ্য ভান্ডার মন্থন করে অতি সংক্ষেপে যা দাঁড়ালো তা নিয়ে একটা বই ছাপার মনস্থ করলাম। পাণ্ডুলিপিটা তৈরী করে কয়েকজন পরিচিতি প্রকাশকের সাথে যোগাযোগ করলাম। আমি ছাপানোর সমস্ত খরচ বহন করবো বলা সত্ত্বেও মৌলবাদী মুসলিমদের ভয়ে বইটা কেউই প্রকাশ করতে রাজি হলেন না। অবশেষে ও.বি.সি. সংবাদের সম্পাদক তথা কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট শ্রী বীরেন্দ্র কুমার ভৌমিক মহাশয়ের শরণাপন্ন হলাম। পাণ্ডুলিপিটা পড়ে তিনি এককথায় রাজি হয়ে গেলেন। এজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জানানোর কোন ভাষা আমার নেই। বইটার নামকরণ করে দিয়েছেন আমার বিশেষ বন্ধু সু-সাহিত্যিক এবং বহু গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীগুরুপদ বিশ্বাস। বইটি ছাপানোর ব্যাপারেও তিনি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। অবশেষে ১লা জানুয়ারী ২০০৮ বইটি ছাপাখানা থেকে বেরিয়ে এলো। তিন মাসের মধ্যে বইটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হলো। তারমধ্যে ১০০ কপি ইংল্যান্ড পাড়ি দিয়েছে। প্রায় ১০০ কপি পুলিশ মহলে বিক্রি হয়েছে। বিভিন্ন আদালতের আইনজীবিদের মধ্যেও প্রায় ১০০ কপি বিক্রি হয়েছে। ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী যুক্তানন্দজী মহারাজের হাতে এক কপি দিয়ে এসেছি। সংঘের সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকেই বইটা পড়ে আমাকে আশীর্বাদ বাণী পাঠিয়েছেন। ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। বইটা পড়ে চেনা-অচেনা অসংখ্য ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার কাছ থেকে ফোনে অভিনন্দনের বার্তা পেয়েছি। যাদের মধ্যে আছে সাধারণ গৃহবধু থেকে হাইকোর্টের মহামান্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। কয়েকজন প্রথিতযশা আইনজীবি বলেছেন যারা হিন্দু পলাতকা কন্যাদের পিতাদের হয়ে মামলা লড়ছেন তাদের পক্ষে বইটা একটা অনবদ্য দলিল। তবে বিরুদ্ধ মতবাদের কিছু লোকের ফোনও পেয়েছি। তারা আমার

যুক্তিগুলোর বিরুদ্ধে কিছুই বলতে পারেন নি। সর্বশেষে তাদের বক্তব্য "লিখেছেন ঠিক-ই, কি...ন..তু (কিন্তু) অর্থাৎ এভাবে খোলাখুলি না লিখলেই ভালো হতো।

দ্বিতীয় সংস্করণের মূল বইটা ঠিক রেখে শেষের দিকে সামান্য কয়েকটা পৃষ্ঠা সংযোজন করা হলো। বহু তথ্য আমার নিকট আছে যা লিখলে বইটার পৃষ্ঠা সংখ্যা বৃদ্ধি হবে এবং মূল্য বৃদ্ধি পাবে তাই সেই প্রয়াস থেকে বিরত হলাম।

এরমধ্যে মারাঠী সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক বোম্বের স্পেশাল এক্সজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী শান্তি দত্ত কোলকাতায় একদিন আমার বাড়িতে কাটিয়ে গেছেন। বইটা পড়ে তিনি এতই অভিভূত যে, তিনি কথা দিয়ে গেছেন বোম্বে ফিরে গিয়ে বইটা মারাঠী ভাষায় অনুবাদ করে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন। কোলকাতা বড় বাজারের একটি হিন্দি পুস্তক প্রকাশন সংস্থা বইটির হিন্দী সংস্করণ ছাপানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিছু উৎসাহী বন্ধুর প্রচেষ্টায় বইটা ইন্টারনেটে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে এদের সকলের কাছেই আমার কৃতজ্ঞতা শেষ নেই। বইটা পড়ে যদি হিন্দু সমাজের কিছুটা চেতনা ফেরে তবেই মনে করবো আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশের প্রাক্কালে আমার সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য কিছু নতুন তথ্য সংযোজন করার প্রয়োজন অনুভব করছি। ইতিমধ্যে বইটি ওড়িয়া এবং অসমীয়া ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা হয়েছে। আমার এতদিন ধারণা ছিল মুসলমানরা শুধু হিন্দু মেয়েদেরকেই অপহরণ করতো। গত ২০০৯ সালে বাংলা দেশের রাজধানী ঢাকা দুবার গিয়ে সেখানকার কিছু মানবাধিকার কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার ফলে যে সব নতুন তথ্য জানতে পেরেছি তার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি।

নুসরাত জাহান আয়শা সিদ্দিকা নামে জনৈকা মুসলমান মহিলা একটি বই লিখেছেন। তাঁর লেখা "ইসলামী শান্তি ও বিধর্মী সংহার" বইটার ভূমিকায় তিনি যা লিখেছেন তা এখানে হুবহু তুলে দিলাম

বইটা প্রকাশ করেছেন লায়লা আঞ্জুমান্দ আরা বানু নামে আর একজন মুসলিম মহিলা। বইয়ের ভূমিকার পরে প্রকাশিকার কথা বলে যে কলাম তিনি লিখেছেন বিনা মন্তব্যে তাও এখানে তুলে দেওয়া হলো।

ইসলামী শান্তি ও বিধর্মী সংহার বইয়ের ভূমিকা

আপনারা নিশ্চয়ই রাজশাহীর একটাকিয়ার রাজাদের কথা শুনেছেন; রাজশাহীর চলন বিল এলাকার সপ্তদুর্গা বা সাতগড়ায় যাদের রাজধানী ছিল। এঁরা রাজা হলেও প্রতি বছর নিতান্ত পক্ষে একবার গৌড় বা দিল্লীর বাদশাহ্-এর নিকট গিয়ে তাদেরকে বন্দনা করতে বাধ্য ছিলেন। সেই নিয়ম অনুসারে রাজা মদন নারায়ণ নিজের দুই পুত্র কন্দর্প নারায়ণ ও কামদেব নারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে গৌড়ের বাদশাহ সৈয়দ হোসেন শাহ্-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেন। সৈয়দ হোসেন শাহ্-এর চার স্ত্রীর গর্ভে বহু কন্যা হয়েছিল। তার মধ্যে দুটির বয়স ২০ বছরের অধিক হয়েছিল; অথচ যোগ্য পাত্র না পাওয়ায় তাদের বিয়ে দিতে না পারায় খুব চিন্তিত ছিলেন। হোসেন শাহ্ সৈয়দ বংশের লোক, নিম্ন শ্রেণী থেকে ধর্মান্তরিত এদেশীয় মুসলমানগণকে তিনি সমকক্ষ মনে করতেন না তাই হোসেন শাহ্ দেখলেন মদনের পুত্রদ্বয় অতি সুন্দর, বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং যুবা পুরুষ। তারা কুলীন ব্রাহ্মণ এবং রাজপুত্র। সুতরাং সর্বাংশেই তাঁর কন্যার যোগ্য পাত্র। তিনি অমনি মদনকে সপুত্র আটক করে বিয়ের প্রস্তাব করলেন। মদন অতি বিনীতভাবে বললেন "ধর্মাবতার! আপনি আমাদের রাজা এবং রক্ষক, আমি আপনার একান্ত অনুগত এবং হিতার্থী ভৃত্য। আমার প্রতি অত্যাচার করা হুজুরের পদবীর অযোগ্য।" বাদশাহ চতুরতা পূর্বক বললেন, "খাঁ সাহেব আমি একটাকিয়ার রাজবংশীয়দেরকে অতিশয় ভালবাসি এবং মান্য করি। তোমরা যেমন হিন্দুদের গুরু ব্রাহ্মণ, আমরা তেমনি মুসলমানদের গুরু সৈয়দ। তোমাদের কন্যা যেমন অপর হিন্দু বিয়ে করতে পারে না, তেমনি আমাদের কন্যাও অপর মুসলমান বিয়ে করতে পারে না। তোমাকে অতীব সম্ভ্রান্ত জেনেই তোমার পুত্রদের সহিত আমি কন্যার বিয়ে দিতে ইচ্ছা করি; কোনরূপ অত্যাচার করা অভিপ্রায় নহে। আমি তোমার পুত্রদের মুসলমান হতে বলি না বরং পত্নীই পতির ধর্ম অনুসরণ করে ইহাই জগতে সাধারণ রীতি। তুমি যদি আমাদের কন্যাদেরকে স্বজাতিতে নিতে চাও তাতেও আমি সম্মত আছি। নতুবা তোমার পুত্রেরা আমার

ধর্মগ্রহণ করুক। আমি তাদেরকে স্বজাতিতে মিলিয়ে নিব। এই উভয় প্রস্তাব মধ্যে যেটি তোমার বাঞ্ছিত হয় আমি তাই স্বীকার করব। কিন্তু যদি তুমি উভয়ই অস্বীকার কর, তবে আমি বল পূর্বক তোমাকে বাধ্য করব।" মদন বাদশাহের উগ্র স্বভাব জানতেন। তিনি দেখলেন বাদশাহের উভয় প্রস্তাব অস্বীকার করলে বহু লোকের প্রাণনাশ ও জাতি নাশ হবে। আর মুসলমান মেয়েকে নিজ জাতিতে মিলাবার কোন উপায়ও নাই। অগত্যা তিনি দুই পুত্রের মায়া ত্যাগ করলেন। তারা মুসলমান হয়ে শাহ্জাদীদ্বয়কে বিয়ে করল। হোসেন শাহ্ পরে মদনের অন্য পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র সহ আরও এগার জনকে ধরে এনে মুসলমান করলেন এবং তাঁদের সহ নিজের অবশিষ্ট সমস্ত কন্যাদের বিয়ে দিলেন। মদনের চতুর্থ পুত্র রতিকান্তের দৃষ্টিশক্তি কম ছিল, সে রাত্রিতে একেবারে দেখতে পেত না বলে বাদশাহ কেবল তাকে ছেড়ে দিলেন। বাদশাহ্ রহস্য করে মদনকে ব-ললেন, "বুঝেছ্ বেয়াই যে অন্ধ সেই হিন্দু থাকুক; যার চক্ষু আছে তার মুসলমান হওয়াই উচিত। এইভাবে শুধু একটাকিয়ার রাজপরিবার থেকে ২০ জন রাজকুমারকে মুসলমান করা হয়েছিল। সম্রাট আকবর একটাকিয়ার রাজকুমার চন্দ্র নারায়ণ এবং সংগীত শাস্ত্রবিদ বিখ্যাত কাশ্মিরী পণ্ডিত তানসেন-এর সাথে দুই কন্যার বিয়ে দিয়েছিলেন। আওরঙ্গজেব এর প্রথম জামাতা কাশ্মিরী পণ্ডিত কৃষ্ণ নারায়ণ। আলগমগীর তৎকালীন বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন যে, একটাকিয়ার ঠাকুর বংশে সুপাত্র থাকলে তাদের আটক করে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করে প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় দিল্লীতে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু এই পাত্র যে পর্যন্ত ভক্ত মুসলমান না হয় সে পর্যন্ত যেন তাকে দিল্লীতে পাঠান না হয়। কেন না তার কন্যার বর ঘৃণিত কাফের স্বভাবে তাঁর সামনে হাজির হওয়া তিনি ইচ্ছা করেন না। দাদীর কাছ থেকে এই ইতিহাস ছোট বেলায়ই শুনেছি। দাদী আরও বলেছিলেন আমরা রাজকুমার কন্দর্প নারায়ণের বংশধর। কামদেব নারায়ণ অদৃষ্টকে মেনে নিলেও কন্দর্প নারায়ণ মনে প্রাণে মুসলমান হতে পারলেন না। কিন্তু কোন উপায়ও ছিল না তাই বংশ পরম্পরায় এই ইতিহাস পরবর্তী বংশধরদের জানিয়ে রাখতে হুকুম দিয়েছিলেন। আমি কন্দর্প নারায়ণের ২৩ তম

বংশধর, আমার পূর্ব পুরুষের সেই অপমান অত্যাচারের জ্বালা আমার রক্তে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু তাই বলে আমি কালাচাঁদ ওরফে কালাপাহাড়ের মত দুলারী বিবিকে এবং যদু নারায়ণ ওরফে জালালুদ্দিন এর মত আশমানতারাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়ে স্বজাতির প্রতি আক্রোশ বশতঃ ইসলামের বর্বরতা চাপানোর মত আহাম্মক নই। কি আশ্চর্য আমার পূর্ব পুরুষ আর কালাপাহাড় শুধু বিয়ে করতে বাধ্য হয়ে সমাজচ্যুত হয়েছিলেন অথচ এদেশের ৯০ শতাংশ কালাপাহাড় জালালুদ্দিন সহ অন্যান্যদের অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়ে মুসলমান হয়েছিল, তা এরা মনেই রাখে নাই। মধ্যযুগে ইসলামী সুনামীর বর্বরতায় মরুভূমির বালি এসে এদেশের উর্বর মাটি ঢেকে ফেলেছে। সে মরু বালি সরিয়ে উর্বর মাটি পুনরুদ্ধারের কারো কোন ইচ্ছা নাই। অন্ধকার রজনীতে ঝড় ঝঞ্ঝায় নাবিক পথ হারালে ভোর হলে নাবিক সঠিক পথের সন্ধান করে। অথচ কি আশ্চর্য কেউ সঠিক পথের সন্ধান করছে না। সত্যিই বাংলার মানুষের বড় ভুলো মন। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে আমি মধ্যযুগীয় বর্বরতার কিছু ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তুলে ধরতে চেয়েছি আমরা কোন পরিস্থিতিতে মুসলমান হতে বাধ্য হয়েছিলাম।

বিনীত—

নুসরাত জাহান আয়শা সিদ্দিকা

প্রকাশিকার কথা

আমি জন্মগতভাবে একজন মুসলমান। পিতার ইচ্ছা ছিল আমি ইসলামী ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে পণ্ডিত হই। এজন্য আমার পিতা আমাকে মাদ্রাসায় ভর্তি করান। আমি নিষ্ঠা সহকারে ইসলামী বিষয়ে পড়াশুনা করি। পরিণত বয়সে আমি বুঝতে পারি ইসলাম আমার জন্য নয়। এটি আরবের বর্বর বেদুইনদের জন্য। সেকারণে আমি নিজেকে একজন হিন্দু ভাবতে থাকি। ইতিহাস পড়ে আমি দেখতে পেলাম

আমার ও এদেশের মুসলমানদের পূর্ব পুরুষ কেউই স্ব-ইচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। মধ্যযুগের বর্বরতার শিকার হয়ে বাধ্য হয়ে মুসলমান হয়েছিলেন। আমি মনে মনে প্রশ্ন করলাম, তাহলে আমি কেন এই বর্বরতার স্মৃতি চিহ্ন বয়ে নিয়ে বেড়াব। আমি ঠিক করলাম আমি আমার পূর্ব পুরুষের শাশ্বত সনাতন ধর্ম গ্রহণ করবো, করেছিও। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি একজন সনাতন ধর্মীয় স্বামীও পেয়েছি। হিন্দুরা আমাকে সহজে গ্রহণ করতে চায় না। তারা ইতিহাস পড়ে না। ইতিহাস পড়লে তারা বুঝত আমরা কেন মুসলমান হতে বাধ্য হয়েছিলাম। অতএব আমাদের উদ্ধার করার দায়িত্ব যেমন আমাদের আছে; তেমনি তোমাদেরও আছে। লেখিকা ইসলামী শাস্তি ও বিধর্মী সংহারের চিত্রই তুলে ধরতে চেয়েছেন। এদেশ সহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের মানুষ জানে না কেন তারা মুসলমান হয়েছে। জানে না কারণ তারা ইতিহাস পড়ে না; কোরান হাদিসও পড়ে না। অনেকে জানে কিন্তু বলে না। আমরা কতটুকু পেয়েছি তা বিচার করবেন ইসলাম সম্পর্কে বিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিগণ; যারা অভিনিবেশ সহকারে কোরান হাদিস চর্চা করেন। আমার পূর্ব পরিচয় দেবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু দিলাম না। কারণ আপনারা আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাঠ করলেই জানবেন। আশাকরি আমার মুসলমান ভাই সহ হিন্দু ভাইগণও আমাদের বড় পরিশ্রমের ফসল এই বইখানি পাঠ করবেন এবং তাহলেই আমি আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

লায়লা আঞ্জুমান্দ আরা বানু

তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের পর থেকে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে যে অসংখ্য পত্র এসেছে তার মধ্যে একটি পুরো চিঠি এখানে তুলে দেওয়া হলো

মাননীয় রবীন্দ্রনাথ বাবু,

আপনার লেখা নিঃশব্দ সন্ত্রাস বইটা আমার এক বন্ধুর মারফৎ পেয়ে বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করে আমি এতই অভিভূত হয়েছি যে বইতে

দেওয়া ফোন নাম্বার যোগাযোগ করার ঠিকানা নিয়ে আপনাকে এই পত্র দিচ্ছি। আপানার বইতে আমার জীবনের একটা ঘটনার বাস্তব চিত্র আপনি অঙ্কিত করছেন এবং আমাদের একটা পরিবার কিভাবে ধ্বংস হয়েছে তা আপনাকে জানিয়ে মনটাকে কিছু হাল্কা করার চেষ্টা করছি।

আমার জন্ম নদীয়া জেলার একটি অতি প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশে। আমাদের পরিবার এতই নিষ্ঠাবান যে মাছ মাংস তো দূরের কথা পেঁয়াজ রসুন, মুসুর ডাল ইত্যাদিও খাওয়া বারণ, আমার ঠাকুরদাদা বেঁচে থাকতে পাঁজিপুঁথি দেখে খাদ্য নির্বাচিত হতো, যথা প্রতিপদে কুমড়ো, মাঘ মাসে মূলো, কুল ইত্যাদি ভক্ষণ নিষেধ। তাছাড়া একাদশী, অমাবস্যায় নিশিপালন, বারোমাসে তেরো পার্বন। পূজা ব্রতকথা উপবাস ইত্যাদি তো লেগেই থাকতো। ব্রাহ্মণ কন্যা ছাড়া আমাদের বাড়ীতে পরিচারিকা রাখা হতো না। নদীয়া, বর্ধমানের গ্রাম অঞ্চল থেকে গরীব ব্রাহ্মণ কন্যাদেরকে বেশী মাহিনে এবং খাওয়া পরা দিয়ে নিযুক্ত করা হতো। আমার পূর্বপুরুষদের অনেক শিষ্য অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলা, আসাম, মনিপুর ইত্যাদি অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। প্রতি বৎসর প্রচুর টাকা এম. ও যোগে বিভিন্ন সময় আসতো। আমার ঠাকুরদাদা যখন শিষ্য বাড়ীতে যেতেন তখন ব্রাহ্মণ পাচক সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তিনি অন্য জাতির হাতের জল পর্যন্ত খেতেন না। এহেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে আমার জন্ম। আমরা ভাইবোন দুজনে যমজ, প্রথমে জন্মেছি বলে আমি বড়, তার কিছুক্ষণ পরে জন্মেছে বলে বোন ছোট। দুজনে মায়ের দুই স্তন পান করে একই বিছানায় শুয়ে বড় হয়েছি। ভাইবোনের যখন কোন অসুখ হত তখন দুজনেই ঐ অসুখে আক্রান্ত হতাম। যথা জ্বর হলে একই টেম্পারেচার, পেট খারাপ হলে একই রকম পায়খানা ইত্যাদি। আমার বাবা মা একজনকে ডাক্তারের চেম্বারে নিয়ে গিয়ে প্রেসক্রিপশান করিয়ে এনে দুজনকে একই ঔষধ খাওয়ালে রোগ নিরাময় হতো। ছোটবেলায় চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত দুজনে পাড়ার একই স্কুলে পড়েছি এবং সব বিষয়ে দুজনে প্রায় একই নম্বর পেতাম। তারপর উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত দুজনে আলাদা স্কুলে পড়েছি। আমি ছেলেদের এবং বোন মেয়েদের স্কুলে পড়েছি। এরপর কলেজে দুজনে আবার

একই কলেজ ভর্তি হই। সেই থেকেই আমাদের পরিবারে এক ভয়ানক বিপর্যয় আরম্ভ হয়। আমাদের কিছু সহপাঠী ছিল গ্রাম অঞ্চল থেকে আসা চাষী পরিবারের মুসলমান সেই সুবাদে আমার বোন একটা গ্রাম্য মুসলমান সহপাঠীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা আরও করে। প্রায় এক বৎসর এভাবে চলার পর আমার বোন ঐ মুসলমান ছেলেকেই বিয়ে করবে বলে মনস্থির করে ফেলে। শত বোঝানোর ফলেও তাকে ফেরানো যায়নি। ধীরে ধীরে এই সংবাদ বাবা এবং পরিবারের অন্যানাদের গোচরীভূত হয়। ইতিমধ্যে বোন সকলের প্রচন্ড বাধা অতিক্রম করে গৃহত্যাগী হয়ে ঐ মুসলমান সহপাঠীর বাড়ীতে চলে যায়। সামাজিক এবং লোকলজ্জার ভয়ে আমরা থানা পুলিশ বা তাকে উদ্ধারের কোন চেষ্টাই করিনি। মুসলমান পরিবার তাকে সাদরে গ্রহণ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে তার বিবাহ সম্পন্ন করে। এরপর লজ্জায় এবং ঘৃণায় একমাস আর কলেজ যাইনি। এরপর কলেজে যোগ দিয়ে ঐ গ্রামের অন্য মুসলমান সহপাঠীদের নিকট আমার বোনের দুঃসহ জীবনের সংবাদ পেতে থাকি, যথা খাওয়া দাওয়ার প্রচন্ড অসুবিধা। যে দিন গোমাংস রান্না হতো সেদিন বমি করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়া, মুসলমান জীবনের শত নিয়ম, অষ্টপাশ বন্ধন, স্বামীর সাথে কোথাও বের হলে বোরখা পরা অবস্থায় চলাফেরা, পাঁচবার নামাজ পড়া ইত্যাদি তার অসহ্য হয়ে উঠে। কিন্তু এখন আর ফেরার কোন পথ নেই। আমাদের পরিবারে তার কোন স্থান হবে না তা সে বুঝতে পারে। সে আমাকে তার অনুতপ্ত জীবনের ঘটনা জানিয়ে গোপনে এক আত্মীয়ের বাড়ীর ঠিকানায় চিঠি দিয়ে সব জানায় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে। কিন্তু দুঃখ পাওয়া ছাড়া আমার আর কিছুই করার নেই। এরমধ্যে আরম্ভ হয়ে গেছে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রচণ্ড অশান্তি। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় কখন না "তালাক" "তালাক" "তালাক" বলে ঘাড় ধরে ঘর থেকে বের না করে দেয়। আমি তাকে উপদেশ দিয়ে পত্র দিতাম মানিয়ে চলতে। কারণ এখন বাড়ীকেত ফেরার কোন উপায় নেই। বিয়ের পরেই তার স্বামী কলেজের পড়া ছেড়ে দিয়ে গ্রামে চাষাবাদে মন দেয় এবং মাঝে মাঝে বাইরে কোথাও গিয়ে কিছু কাজকর্ম করে বাড়ী ফিরে আসে। তার ৫ বৎসর বিবাহিত জীবনে সে ৪টি

সন্তানের মা হয়। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য এবং অশান্তি চলতেই থাকে। এরপর খবর পেলাম তার স্বামী বাইরে কোথাও চাকুরী নিয়ে চলে গেছে এবং আমার বোন এবং বাচ্চাদেরকে তার কর্মস্থলে নিয়ে গেছে। এরপর অনেক দিন আর কোন সংবাদ পাইনি। ভাবলাম এবার হয়তো বোন একটু সুখে-শান্তিতে আছে। কিছুদিন পর আমার এক আত্মীয়ের বাড়ীর ঠিকানায় খামে এক পত্র আসে আমার নামে, খাম খুলে চিঠিটি পড়ে জানতে পারলাম বোন এখন মধ্য ভারতের কোন এক শহরের এক গণিকালয়ে অবস্থান করছে এবং তার স্বামীই মোটা টাকার বিনিময়ে ষড়যন্ত্র করে দালাল মারফৎ তাকে সেখানে বিক্রি করে দিয়েছে। তার এক বাঙ্গালী খদ্দের মারফৎ খাম আনিয়ে আমাকে পত্র দিয়েছে। সে লিখেছে তার জীবনের জন্য তার কোন দুঃখ নেই। তার কৃতকর্মের ফল সে ভোগ করছে, কিন্তু তার চারটে সন্তানের জন্য সে ভয়ানক চিন্তিত। সে লিখেছে আমি যেন একটু খোঁজ করে দেখি তার সন্তানরা কোথায় কি অবস্থায় আছে।

আমার হৃদয়ের ব্যথা কাউকে জানাবার লোক নেই তাই আপনাকে দীর্ঘ এই পত্র লিখে মনের বেদনা কিছুটা হাল্কা করলাম। আপনি হিন্দু মেয়েদের মুসলমান বিয়ে করে দুরবস্থার কথা চিন্তা করে অনেক পরিশ্রম করে বইটা লিখেছেন। তারজন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

ইতি—

শ্রদ্ধাবনত

লেখক ঃ-

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

যোগাযোগ (033) 2321-7144

মোবাইল ঃ 94330 47144

রাত্রি 8 - 11

চতুর্থ প্রকাশ ঃ

২৫শে ডিসেম্বর, ২০০৯

৯ই পৌষ, ১৪১৬

প্রশাসনকে পাশে চাইছেন পরিত্যক্ত মুসলিম মেয়েরা

মিলন দত্ত

বিলকিসকে তার স্বামী সরাসরি তালাক দেয়নি। আবার ঘরেও নেয় না। বিলকিসকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে তার স্বামী আর একটি বিয়ে করেছে। আড়াই বছরের ছেলেকে নিয়ে বিলকিস এখন বাপের বাড়িতে। তাঁকে দু'বেলা চাপ দেওয়া হচ্ছে নিকাহ্ করার জন্য। বাবা বা ভাইও তাড়িয়ে দিলে কোথায় যাবেন বিলকিস? তালাক হয়নি বলে খোরপোষের মামলাও তো করা যাচ্ছে না।

মুসলিম মহিলাদের অবস্থা নিয়ে তিনদিনের একটি আলোচনাসভায় যোগ দিতে কলকাতায় এসেছেন বিভিন্ন জেলার মহিলারা। নিজেদের দুর্দশার কথা তাঁরা অকপটে বলছেন সেখানে। মুর্শিদাবাদের বিলকিসের গল্প তার অনেকগুলির মধ্যে একটি। সাচার কমিটির রিপোর্টে মুসলিম মেয়েদের বঞ্চনার দলিল প্রকাশিত হওয়ার দু'বছর পরেও রাজ্য সরকারের কোন হেলদোল নেই। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধিদের ক্ষোভ সেখানেই।

প্রশাসনের অনীহার কারণেই পঞ্চায়েতের কোনও সহায়তা পাচ্ছেন না বীরভূম জেলার ভারকাটা গ্রামের জ্যোৎস্না বিবি। জ্যোৎস্নার স্বামীও আর একটা বিয়ে করে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। দু'টি ছেলে নিয়ে জ্যোৎস্না এখন বাপের বাড়িতে। কিন্তু 'গলগ্রহ' হয়ে আর কতদিন? একই প্রশ্ন মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলার দয়ানগর গ্রামের নাসিমা খাতুনের। ১১ বছরের মেয়েকে নিয়ে নাসিমা গত ন'বছর ধরে বাপের বাড়িতে। নিকাহর জন্য চাপ দিচ্ছেন দরিদ্র বাবা-মা কিন্তু খোরপোষ মামলার নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত লড়াইটা চালিয়ে যেতে চান নাসিমা।

সমাজকর্মী খাদিজা বানু অবশ্য মনে করেন, নাসিমা বিলকিসরা একটা অসম লড়াই লড়তে চাইছেন। বিলকিস ভাবছেন, তালাক পেলে খোরপোষের মামলা করবেন। নাসিমা তালাক পেয়ে মামলা চালাচ্ছেন। কিন্তু শরিয়তে তো খোরপোষের কোনও অনুমোদনই নেই। 'রোকেয়া নারী

উন্নয়ন সমিতি নামে মুর্শিদাবাদের একটি সংগঠনের নেত্রী খাদিজার অভিজ্ঞতায়, আনুষ্ঠানিক তালাক একবার হয়ে গেলে খোরপোষ আদায় করা প্রায় অসম্ভব। অথচ খাদিজাদের সমীক্ষাই বলছে, রাজ্যের সবচেয়ে বেশি মুলসিম-অধ্যুষিত (প্রায় ৭০ শতাংশ) জেলা মুর্শিদাবাদে স্বামী পরিত্যক্তা মহিলার সংখ্যা প্রায় তিন লাখ। তালাকপ্রাপ্ত মহিলার সংখ্যা এক লাখেরও বেশি। কী হবে তা হলে এঁদের?

কী হবে ভিটে হারানো মেয়েদের? জলঙ্গি থেকে এসেছেন আসিয়া বিবি। জানালেন, ভাঙনে ভিটে হারানো পরিবারগুলো ঘর বেঁধেছে ঝুপড়িতে। পুরুষেরা বাইরে চলে যায় খাটতে। মেয়েরা অনেকেই বাংলাদেশে চাল চালান করে পেট চালাত। সীমান্তে কড়াকড়ি হওয়ায় তারা এখন উপার্জনহীন। দারিদ্রের চাপে মুর্শিদাবাদ, মালদা, দুই ২৪ পরগণার মুসলিম মেয়েরা হয় চালান হয়ে যাচ্ছে ভিন রাজ্যে, নয় ঠাঁই পাচ্ছে নিষিদ্ধপল্লিতে। দারিদ্র আর অশিক্ষাই কি সব সমস্যার মূল? সোনারপুরের রত্না হক কিন্তু দেখেছেন, মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষিতের হার বাড়লেও মহিলাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছে না। মৌলবাদীদের চাপ থেকেই যাচ্ছে।

আলোচনা থেকে কী সূত্র বেরোবে তবে? ভার সংগঠক আয়েশা খাতুন বললেন, "কোনও সমাধান এখনই বেরিয়ে আসবে, এমন দাবি করাটা বাতুলতা। তবে গ্রামে ফিরে এই মেয়েরা অন্য মেয়েদের সচেতন করতে পারবে। আমরাও জেলা মহকুমা বা ব্লক স্তরের প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করব মেয়েদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পগুলোর সুযোগ তাদের কাছে পৌঁছে দিতে।"

উপরোক্ত সংবাদটা গত ২০-১২-০৮ আনন্দবাজার পত্রিকার প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদটি ভয়াবহ একমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলাতেই স্বামী পরিত্যক্তা মহিলার সংখ্যা তিন লাখ। তালাক প্রাপ্তা মহিলার সংখ্যা এক লাখেরও বেশি। যে সব হিন্দু মেয়েরা এখনো মুসলেম যুবকদের প্রেমের ফাঁদে পা দিয়ে তাদের কে বিয়ে করে সুখের সংসার গড়ার স্বপ্নে বিভোর তাদের অবগতির জন্য সংবাদটা এখানে প্রকাশিত হলো।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ০৩-০৪-২০০৮

- কলেজে পড়ার সময় একটি ছেলের সঙ্গে পরিচয়। এক বছরের প্রেম। প্রেমে এতটাই অন্ধ ছিলাম যে, মা-বাবার সঙ্গে কার্যত সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাদের মতামতকে নর্দমায় জলাঞ্জলি দিলাম। এবং নিকাহ করে সামিরা বেগম হলাম। শ্বশুরবাড়িতে কয়েক মাস কাটাবার পর সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। পণের অত্যাচার থেকে শুরু করে পুত্রসন্তান না হওয়ার (কেবল দুটি মেয়ে) গঞ্জনা নিত্য দিনের সঙ্গী হল। সম্প্রতি আমি বাংলাদেশের নারীবাদী লেখিকা তসলিমার প্রশংসা করায় এবং তাঁর পক্ষ নিয়ে কথা বলায় পরিবারের লোকের সঙ্গে সাংসারিক কলহ তীব্র আকার নেয়। দুই মেয়ের কথা ভেবে সংসারটিকেও এখনও টিকিয়ে রেখেছি। কত দিন পারব, জানি না। এখন মনে হয়, প্রেমে অন্ধ না থেকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে মা-বাবার মতকে গুরুত্ব দিলে হয়তো সুস্থ সাংসারিক জীবন কাটাতে পারতাম। এখন বুঝতে পারছি, সব মা-বাবাই তাঁদের ছেলেমেয়েদের ভাল চান।

  সামিরা বেগম, কলকাতা, ১২৫

- তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রাক্কালে সুহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য জানাই যে ইতি মধ্যেও দেশের বিভিন্ন শহর এবং ইংল্যান্ড এবং আমেরিকা যুক্ত রাজ্যের অনেক শহর থেকে বিদগ্ধ বাঙ্গালীদের কাছ থেকে অনেক ফোন পেয়েছি। অনেকে ফোন করে ঠিকানা নিয়ে পত্রও পাঠিয়েছেন। তারমধ্যে অধিকাংশই সেই সব হতভাগ্য পিতা মাতাদের কাছ থেকে এসেছে, যাদের কন্যারা ইসলামের গুরুত্ব না জেনে মৌলবাদী মুসলমান যুবকদের প্রেমের ফাঁদে পা দিয়ে পিতামাতার অমতে ঘর ছাড়া হয়ে অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছেন। কেউবা ৩/৪টা সন্তান-সন্ততী সহকারে তালাক প্রাপ্তা হয়ে অসীম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। অনেকেই লিখেছেন আপনার বইটা আগে হাতে পড়লে হয়তো কন্যাদেরকে ফেরানোর একটা চেষ্টা করা যেতো। মুসলিম সহপাঠী যুবকের প্রেমের ফাঁদে পড়া জনৈকা মহিলার

স্বামীর একটা পত্রও এসেছে। পত্রটার নাম ঠিকানা উল্লেখ না করে এখানে তুলে দেওয়া হলো, আমার সুহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য। তিনি (ভদ্রমহিলার স্বামী) লিখেছেন—

মাননীয় মহাশয়,

আপনার সুলিখিত তথ্যবহুল এবং প্রতিটি হিন্দুর অবশ্য পাঠ্য বই 'নিঃশব্দ সন্ত্রাস' পড়লাম। হিন্দিতে সরিতা পত্রিকাও অনুরূপ কিছু বই প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তা অতটা সরাসরি সত্য প্রকাশ করতে পারেনি, হয়ত নিঃশব্দ ছাড়াও যে সশস্ত্র প্রকাশ্য সন্ত্রাস হচ্ছে তার ভয়ে হিন্দু লেখকরা এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কলম ধরতে ভয় পায়। আপনার এই বইটি আমার একটা পারিবারিক অশান্তিও কিছুটা লাঘব করেছে। সংক্ষেপে ঘটনাটা হল আমার স্ত্রী ছোটোবেলা স্কুলের এক সহপাঠী মুসলিম ছেলেকে ভীষণ ভালোবেসে ফেলে। ওরা পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু এবং গরীব, দীর্ঘদিনের মেলামেশায় তাদের সম্পর্ক এতটাই গভীর হয় যে মেয়েটা বাড়িতে বলে যে সে ঐ মুসলিম ছেলেটাকে বিয়ে করবে, কিন্তু বাড়ির তীব্র বাধাদানে যে নিরস্ত হলেও মন থেকে কিছুতেই তার প্রেমিকের স্মৃতি ভুলতে পারছিল না। তার জন্য এত উতলা লক্ষ্য করে আমিও ভাবতে শুরু করেছিলাম যে স্ত্রীকে ঐ ছেলের সঙ্গে আমি নিজেই বিয়ে দেবো। এমন সময় হঠাৎই আপনার এই বই হাতে এল এবং আমি আমার স্ত্রীকে পড়তে দিলাম। এর আগে যে যদিও তসলিমার বই পড়ে ভীষণ প্রভাবিত হয়েছিল কিন্তু আপনার বই পড়ে তার জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল। এখন সে স্বীকার করে যে আগে যদি মুসলিমদের সম্পর্কে প্রকৃত ইতিহাস জানত তাহলে সে ঐ মুসলিম ছেলেটার প্রেমে পড়ত না। ও বলে যে নজরুলের কবিতা ''একই বৃন্তে দুটি ফুল' পড়ে যে প্রভাবিত হয়েছিল এবং ভালোলাগা যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট ফর্মুলা মেনে হয় না তাই সে আনিকুলের প্রেমে পড়েছিল। এখন তার ভুল কিছুটা ভেঙেছে। এর জন্য আমি আপনাকে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই।

এরকম লেখা আরো লিখুন আপনার লেখার বহুল প্রচার কামনা করি।

ইতি—

১৯৪৬ এর ১৬ই আগস্ট মুসলীম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিনে ঢাকা শহরে নিহত হিন্দুদের মৃতদেহ। (লেখকের তোলা ফটো)

নিঃশব্দ সন্ত্রাস

বিগত কিছু দিন ধরে রিজওয়ান এবং প্রিয়াঙ্কা টোডি কাণ্ড নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্রগুলি, টি.ভি. চ্যানেল, বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবসায়ীএবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবিরা যেভাবে আসরে নেমে পড়েছে, তা নিয়ে কিছু বলার প্রয়োজন অনুভব করছি। এখানে যেহেতু পাত্র মুসলমান এবং পাত্রী হিন্দু— সে জন্যই এদের এই তৎপরতা বলে আমার মনে হয়। পক্ষান্তরে, পাত্র যদি হিন্দু এবং পাত্রী মুসলমান হতো তা হলে তারা কি সমপরিমাণ তৎপরতা দেখাতেন?

এখানে পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতিকালে ঘটে যাওয়া দুটো ঘটনার উল্লেখ করছি। (১) শৈলেন্দ্র প্রসাদ (৩২) নামে জনৈক হিন্দু, মনেরা খাতুন (২৫) কে আড়াই বছর আগে বোম্বেতে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছিলেন। এর মধ্যে তাদের একটি পুত্র সন্তানও জন্মগ্রহণ করে। শৈলেন্দ্র নিজের ধর্ম লুকিয়ে মুন্না শেখ নাম ধারণ করে তার শ্বশুর বাড়ী মুর্শিদাবাদের লক্ষ্মণপুর গ্রামে কয়েকবার থেকেও গেছেন। এবৎসর ১লা জুলাই '০৮ ছেলের টানে আবার সে শ্বশুর বাড়ী লক্ষ্মণপুর আসে। তার আচরণে সন্দেহ হওয়ায় শ্বশুর আনসারিয়া সেখ গ্রামে বিচারসভা বসিয়ে ১০ জন মোড়ল দিয়ে তার যৌনাঙ্গ পরীক্ষা করে নিঃসন্দেহ হয় যে তার ছুন্নৎ (যৌনাঙ্গের ত্বকছেদ) হয়নি। তাই ধর্ম লুকিয়ে মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করার অপরাধে তাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়। সেই মোতাবেক গজু সেখ, সত্তার সেখ, খায়রুলসেখ এবং আরো অনেকে শৈলেন্দ্রকে নিকটবর্তী পাটক্ষেতে নিয়ে গিয়ে হাত পা বেঁধে একজন মুখ চেপে ধরে জবাই করে দেয়। (যেভাবে মুসলমানরা পশু জবাই করে) মৃত্যুর পর দেহ থেকে মুন্ডু আলাদা করে মুন্ডুটা পাটক্ষেতে পুঁতে দেয়। তিনদিন পর (১৭-৭-২০০৮) ঐ পাটক্ষেত থেকে তার মুন্ডহীন দেহ উদ্ধার হয়।

(২) বারাসতের অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায় ভালবেসে বিয়ে করে ছিলেন বাদুড়িয়ার স্কুল শিক্ষক নজরুল ইসলামের কন্যা রেহেনা সুলতানাকে। দুজনেই প্রাপ্ত বয়স্ক। দুই পরিবারের কেউই এই বিবাহ মেনে না নেওয়াতে তারা হাড়োয়ায় বসবাস শুরু করে। বছর খানেক আগে রেহেনার বাপের বাড়ীর লোকেরা রেহেনা ও তার পুত্র সন্তানকে জোর করে তাদের বাড়ীতে তুলে নিয়ে এসে আটকে রাখে। গত ৩১-৭-২০০৮ রাত ১০টা নাগাদ অর্ক তার স্ত্রী এবং ছেলেকে উদ্ধার করে

নিয়ে আসতে গেলে তার শ্যালক মনিরুল ইসলাম অর্কের মাথায় এক জ্যেরিকেন কেরোসিন তেল ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। তার শরীর দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। তীব্র আর্তনাদ করতে করতে আগুনের গোলার মত রাস্তার মধ্যে সে ছোটাছুটি করতে থাকে। তাকে বাঁচাতে কেউ এগিয়ে আসেনি। বরং স্থানীয় মুসলমানরা লাঠি সোটা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল যাতে অর্ককে কেউ সাহায্য করতে না এগিয়ে আসে। রাস্তায় গড়াগড়ি খেয়ে সে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা করে। দেহের আগুন নিভে যাওয়ার পর স্থানীয় মুসলমানদের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে জনৈক ভ্যানচালক তাকে বারাসত সরকারী হাসপাতালে পৌঁছে দেয়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে বারাসতের এক বেসরকারী নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে সে এখনো (২১-৯-২০০৮) মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। গত ৬-৮-২০০৮ ঐ নার্সিংহোমে গিয়ে তার সাথে আমি দেখা করি এবং এক ঘন্টা কথাবার্তা বলি। আমার কিছু পরিচিত যুবক তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। যথা রক্ত নিয়ে আসা ঔষধপত্র সংগ্রহ করে দেওয়া ইত্যাদি।

এখানে আরো দুটো ঘটনার উল্লেখ করছি। (১) বোলপুরের নিকটবর্তী মকরনপুর গ্রামের চায়না বিবির সাথে প্রেম ছিল কেশব মাহাতোর। এই অপরাধে কেশব মাহাতো খুন হন চায়না বিবির আত্মীয়দের হাতে।

(২) নদীয়ার শান্তিপুরের সূত্রাগড়ের চঞ্চল সাধুখাঁ ভালবেসে বিয়ে করে ছিলেন লিয়াকৎ আলী সেখের কন্যাকে। ফলে লোকজন জুটিয়ে লিয়াকৎ মেয়ের শ্বশুর বাড়ীতে হামলা চালায়। ভয়ে মেয়ে-জামাই পালিয়ে যায়। মেয়ে-জামাইকে না পেয়ে লিয়াকৎ ও তার দলবল চঞ্চলের বাড়ীতে ভাঙ্গচুর চালায় এবং পিস্তল দিয়ে গুলি করে চঞ্চলের ৬০ বৎসর বয়স্ক পিতা রাধানাথ সাধুখাঁকে হত্যা করে।

সাধারণতই একটা প্রশ্ন আসে, যেহেতু নিহত তিনজনই হিন্দু, অগ্নিদগ্ধও হিন্দু, অতএব আমাদের সংবাদপত্রগুলি, টি.ভি., মমতা দিদি, মহাশ্বেতা দেবী এবং তাদের বুদ্ধিজীবি দোসররা এই ঘটনায় চুপ থাকাই শ্রেয় মনে করেছেন। কারণ, তাহলে সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত হয়ে যাবেন। পক্ষান্তরে, এখানে পাত্র যেহেতু মুসলমান তাই পত্রিকাগুলির প্রধান সংবাদ রিজওয়ান। টিভিতে অনবরত রিজওয়ানের ছবি, তার মায়ের ক্রন্দনরতা ছবি, মমতা দিদির মুখে কালো কাপড় বাঁধা শোভাযাত্রার ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে। এর ফলে যদি কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা হয় তাহলে সরকার এবং রাজনৈতিক দাদারা তা কি সামাল দিতে পারবে? এটা ধ্রুব সত্য যে, হাজার হাজার হিন্দু মেয়েকে মুসলমানরা ছলে বলে কৌশলে বিয়েকরে নিয়েছে।

আর যদি বা ২/১টা মুসলমান মেয়েকে হিন্দুরা বিয়ে করেছে, তখন মুসলমানরা তাদেরকে হত্যা করেছে।

প্রিয়াঙ্কার পিতা অশোক চৌড়ির বিরুদ্ধে এদের অভিযোগ, তিনি তাঁর কন্যার বিয়ে ভাঙ্গার চেষ্টা করেছেন। এটা করাই স্বাভাবিক, তিনি মনে করেছেন, এই অসম বিবাহ স্থায়ী হতে পারে না। সাধারণত দেখা যায়, যৌনক্ষুধা নিবৃত্ত হলেই এই অসম বিবাহ ভেঙ্গে যায়। আর মুসলমানদের একটি সুবিধা তারা 'তালাক' 'তালাক' 'তালাক' বললেই বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করে স্ত্রীকে বিতাড়িত করতে পারে। এখানে ২/১টা উদাহরণ দেওয়া যাক— নেহেরুকন্যা ইন্দিরা যখন মহম্মদ নবাব খানের পুত্র মহম্মদ ফিরোজ খানের প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করার জন্য কৃতসংকল্প হন, তখন নেহেরু পরিবার, বিশেষ করে মা কমলা নেহেরু-র কাছ থেকে প্রচণ্ড বাধা আসে। তাই তারা লণ্ডনে পালিয়ে গিয়ে এক মসজিদে ইসলাম ধর্ম মতে বিবাহ করেন, এবং দেশে ফিরে এলে গান্ধীর পরামর্শে "খান" পদবির পরিবর্তে গান্ধী উপাধি ধারণ করে এক একটা এফিডেভিট করে দেশে জাল গান্ধী পরিবারের সূচনা করেন।

লালু প্রসাদ যাদবের কন্যা মিসা যখন তার এক মুসলমান সহপাঠী ডাক্তার-এর প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করতে বদ্ধপরিকর হয়, লালু তখন প্রচণ্ড বাধা দেন এবং মেয়েকে বহু টাকা খরচ করে এক কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার শৈলেন্দ্র প্রসাদ-এর সাথে বিয়ে দেন। যেসব মুসলমান হিন্দু মেয়েদেরকে বিয়ে করেছেন তাদের ৯৯ শতাংশকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে বিয়ে করেছেন; উদাহরণ শর্মিলা ঠাকুর। তার ইসলামী নাম আয়েষা সুলতানা। তার ছেলে সেফ্ আলী খান্ অমৃতা সিংকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে বিবাহ করেন। গান্ধীজির ৪ পুত্র ছাড়াও এক কন্যা ছিল; তাকেও এক মুসলমান ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে বিবাহ করেন। ডঃ সুব্রহ্মানিয়াম স্বামীর কন্যাকে নাদীম হায়দর নামে এক মুসলমান ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে বিবাহ করেন।

পক্ষান্তরে, কোন হিন্দু যদি মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করতে চায় তবে তাকে ধর্মান্তরিত হতে হবে। উদাহরণ (১) আমাদের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কম্যুনিস্ট নেতা ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত বগুড়ার দাঁতের ডাক্তার আমেদের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী সুরাইয়া বেগমকে বিবাহ করার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ইমটিয়াজ গণি নাম ধারণ করেন। (২) গায়ক সুমন চট্টোপাধ্যায় এক মুসলমানী সঙ্গী শিল্পীকে বিয়ে করার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সুমন কবীর নাম ধারণ করেন। (৩) সঙ্গীত শিল্পী কমল দাশগুপ্ত

এক মুসলমানী সঙ্গীত শিল্পী ফিরোজা বেগমকে বিবাহ করার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে কমল আলী নাম ধারণ করেন।

আমাদের রাষ্ট্রপতি ভবনে জনৈক মুসলমান রাষ্ট্রপতির এক আত্মীয়া এক দক্ষিণ ভারতীয় আই.এ.এস. অফিসারের প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করতে চান। রাষ্ট্রপতিজী ফতোয়া দিলেন ঐ হিন্দু আই.এ.এস. অফিসারকে মুসলমান হয়ে কমপক্ষে তিন বৎসর থাকতে হবে এবং নিয়মিত নামাজ পাঠ, রোজা ইত্যাদি পালন এবং ইসলামী আদব কায়দা শিক্ষা করতে হবে। তারপর তিনি পরীক্ষা করে দেখবেন ঐ অফিসার ঠিক ঠিক মুসলমান হয়েছেন কিনা, তখনই তিনি এই বিয়ের অনুমতি দেবেন। এই হলো আমাদের ধর্ম নিরপেক্ষতার স্বরূপ।

বর্তমান কালে কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবীর থেকে আরম্ভ করে অসংখ্য শিক্ষিত আর্থিক সচ্ছল মুসলমান হিন্দু মেয়েদের বিবাহ করে মুসলমান সমাজ এবং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সুখে শান্তিতে বাস করছেন। কিন্তু সমস্যা হলো অশিক্ষিত দরিদ্র মুসলমানদের ঘরে তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মানিয়ে চলা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাছাড়া কিছুদিন সংসার করার পর যৌনক্ষুধা নিবৃত্ত হয়ে গেলেই অশান্তি আরম্ভ হয়ে যায় এবং মুসলমানরা তালাক দিয়ে ঐ স্ত্রীদেরকে বিদায় করে দেয়। তখন এরা এবং এদের গর্ভজাত সন্তানরা সমাজের এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার পুলিশ অফিসাররা প্রিয়াঙ্কাকে বুঝিয়ে বাপের বাড়ীতে পাঠানোর যে প্রয়াস নিয়েছিলেন তার মধ্যে অন্যায়ের কিছুই দেখছি না।

অতএব, এবার আমি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য আরও কিছু তথ্য উপস্থিত করছি। নেহেরুর ভগ্নি বিজয়লক্ষ্মী যখন তার পিতা মতিলাল নেহেরুর এক মুসলমান কর্মচারী সৈয়দ হাসান কর্তৃক অপহৃতা হন তখন তিনি গান্ধীজির চেষ্টায় ঐ মুসলমান কর্মচারীর হাত থেকে তাকে উদ্ধার করেন।

এবার আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবি, কবি, সাহিত্যিকদের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য, তাদের কন্যা অথবা নাতনী যদি এই প্রকার অসম বিবাহ অথবা ভিন্ন ধর্মে বিবাহ করতেন তারা তা মেনে নিতেন কি? আর যে সমস্ত মুসলমান নেতারা ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষতার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে হিন্দু মেয়েদেরকে বিয়ে করে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দেশকে একটা মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে, তাদেরকে একবার জিজ্ঞাসা করুন তাদের বাড়ীর একটা করে মেয়ে হিন্দুদের সাথে বিয়ে দিতে রাজি আছেন কি? স্বামী বিবেকানন্দ

বলেছেন, হিন্দু ধর্ম থেকে একজন লোক ধর্মান্তরিত হয়ে যাওয়া শুধু একজন লোক যাওয়া নয়, একজন শত্রু সৃষ্টি হওয়া; উদাহরণ, জুলফিকার আলী ভুট্টো, যার মায়ের নাম লক্ষ্মী। এই হিন্দু গর্ভজাত সন্তান রাষ্ট্রসংঘের ডায়াসে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, হিন্দুস্থানী কুকুরদের সাথে প্রয়োজন হলে হাজার বছর ধরে যুদ্ধ করার কথা। মুসলিম লীগ নেতা মঃ আলী জিন্না, যার ঠাকুরদাদা হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম কবুল করেছিলেন, যার প্রচেষ্টায় ভারত ভাগ করে ২৩ শতাংশ মুসলমান ২৭ শতাংশ জমি নিয়ে মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল। দেশ ভাগের পরও অধিকাংশ মুসলমান ভারতেই রয়ে গেলেন বাকি অংশটুকু ইসলাম রাষ্ট্র তৈরী করার জন্য।

বম্বে ফিল্ম-এর অভিনেত্রী সুরাইয়া হিন্দু দেবানন্দকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। মুসলমানদের বাধার ফলে তিনি দেবানন্দকে বিয়ে না করে সারাজীবন অবিবাহিতা ছিলেন। অভিনেত্রী ওয়াহিদা রহমান অভিনেতা গুরু দত্তকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, মুসলমানদের বাধা দানের ফলে সে বিবাহ ফলপ্রসূ হয় নি। সেখ আবদুল্লা এবং তার ছেলে ফারুক আবদুল্লা দুজনেই ইংরেজ মহিলাদেরকে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করেছিলেন। ফারুকের ছেলে ওমর আবদুল্লা পায়েল নামে এক হিন্দু মেয়েকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে বিয়ে করেন। কিন্তু বিপদ দেখা দিল ফারুকের কন্যা সারা যখন স্পেশাল ম্যারেজ এ্যাকট-এ কংগ্রেস নেতা রাজেশ পাইলটের পুত্র শচীন পাইলট-কে বিবাহ করেন, তখন সারাকে ধর্মান্তরিত করা হয় নি। এখানেই সেক্যুলারইজম বিপন্ন। এই বিয়েতে আবদুল্লা পরিবারের কেউ হাজির হয় নি। এই বিবাহ নিয়ে কাশ্মীরের মুসলমানগণ প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হন। তারা আবদুল্লা পরিবারকে সামাজিক বয়কটের ডাক দেন। পরবর্ত্তী নির্বাচনে এই পরিবারের কেউ যাতে নির্বাচিত হতে না পারেন, দলমত নির্বিশেষে সমস্ত মুসলমানরা এই মত প্রকাশ করেন। বিবাহের দিন ফারুক লণ্ডনে চলে যান, ওমর অসুস্থতার ভান করে হাসপাতালে ভর্তি হন। মুসলমানরা নিজেদের মেয়েগুলোকে মুরগীর মত খাঁচায় পুরে রাখবেন। আর ধর্মনিরপেক্ষতার সুযোগ নিয়ে ছলে বলে কৌশলে হিন্দু মেয়েদেরকে বিয়ে করে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করবেন।

এখানে মুসলমান মেয়েদেরকে অমুসলমান বিবাহ না করার জন্য কিভাবে মগজ ধোলাই করা হয় তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আমার এক বন্ধুর জনৈক সহপাঠী এখানকার পড়া শেষ করে সোভিয়েট রাশিয়ায় যান আরও পড়াশোনা করার জন্য। সেখানকার পড়া শেষ করে তিনি রাশিয়ার মুসলমান প্রধান অঞ্চল উজবেকীস্তানে একটি সরকারী উচ্চপদে যোগদান করেন। ঐ সময় তিনি অবিবাহিত

থাকায় একদিন এক উজবেকীস্তানী গণিকার কাছে যান। দামদস্তুর ঠিক হওয়ার পর ঐ গণিকা তাকে জিজ্ঞাসা করে তার সুন্নত (যৌনাঙ্গের ত্বকচ্ছেদ) হয়েছে কিনা সে তা দেখতে চায়। ভদ্রলোক কারণ জিজ্ঞাসা করায় ঐ গণিকা বলে, আমরা মুসলমান, অমুসলমানদের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করলে দোজখে (নরক) যেতে হবে। এরপর তিনি মুসলমান গণিকা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আসেন। এখানে চিন্তা করার একটা ব্যাপার আছে, ৭০ বৎসরের কঠোর কম্যুনিস্ট শাসনেও মুসলমানদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানো যায় নি। কলিকাতায় আমার এক পরিচিতা মুসলমান মেয়েকে জিজ্ঞেস করেছিলাম 'দোজখ' এর ব্যাখ্যা কি? এবং মুসলমান মেয়েদের অন্য ধর্মের পুরুষদেরকে বিবাহ্ করার বাধা কোথায়? উত্তরে সে বলে, দোজখ হল মলমূত্র পরিপূর্ণ একটা তালাও (পুকুর)। ইসলাম বিরোধী কাজ করলে তাদেরকে ঐ তালাওতে নিক্ষেপ করা হবে। ওখান থেকে ওঠার চেষ্টা করলে ফেরেস্তা (বা দেবদূত)-গণ তলোয়ার অথবা বর্শা হাতে তাদেরকে আক্রমণ করে পুনরায় ঐ তালাওতে ফেরত পাঠাবে। জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে তার বক্তব্য ভেসেকটমী অথবা টিউবেকটমী করলে দোজখে যেতে হবে। কারণ আল্লাহতালা প্রদত্ত শরীরে মানুষ ছুরি চালালে মৃত্যুর পর কবরের নীচে ঐ অপারেশানের স্থান পচে মাটির সাথে মিশে যাবে না। তাই দোজখে যেতে হবে, আমি এর প্রমাণ জানতে চাইলে সে বলে, ছোটবেলা থেকে তাদের নানী দাদী (ঠাকুরমা দিদিমা) আম্মাজান (মা) পুফুআম্মা (পিসিমা) খালা আম্মা (মাসীমা) ইত্যাদি এইভাবে মগজ ধোলাই করে দেয়। তাই ভাবছি ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের মত জবরদস্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কমল দাশগুপ্ত এবং সুমন চট্টোপাধ্যায় মুসলমানীদের নিকাহ (বিবাহ) করার জন্য ইসলাম ধর্ম কবুল (গ্রহণ) করেছিলেন। কিন্তু প্রথম দুজন ছুন্নৎ করেছিলেন কিনা এখন আর জানার উপায় নেই, কারণ দুজনেই প্রয়াত। সুমন চট্টোপাধ্যায় (কবীর সুমন) এর সাথে দেখা হলে জিজ্ঞেস করবো এই বুড়ো বয়সে তার ছুন্নৎ হয়েছে কিনা?

যেভাবে হিন্দু মেয়ে লুট হচ্ছে তা প্রতিরোধ করার জন্য সমগ্র উত্তর ভারতের প্রতি জেলাতেই "হিন্দু কন্যা সুরক্ষা সমিতি" গঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও যে হবেনা তার নিশ্চয়তা কোথায়? আজ থেকে প্রায় ৪০ বৎসর আগের ঘটনা, জব্বলপুরের উষা ভার্গব নামে এক কলেজছাত্রী মুসলমান টাঙ্গাওয়ালাদের দ্বারা ধর্ষিতা হন। এই অপমান সহ্য না করতে পেরে উষা আত্মহত্যা করেন। তারপর বেধে যায় হিন্দু মুসলমান রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা। তাতে দুপক্ষের বহুলোক হতাহত হয়।

বহু টাকার সম্পত্তি অগ্নিদগ্ধ হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু কন্যাদেরকেও মগজ ধোলাই-এর ব্যবস্থা করতে হবে বলে আমার মনে হয়। এককথায় বলতে গেলে মুসলমানদেরকে বিয়ে করা মানে জিব দিয়ে ক্ষুর চাটার মতই বিপদজনক। যেমন 'তালাক', 'তালাক', 'তালাক', বলেই বিবাহিত জীবন ছিন্ন করা যায়, এমন কি পত্র দ্বারা, টেলিফোনেও তালাক দেওয়া যায়। তালাকপ্রাপ্তা হয়ে কেউ যদি আবার পূর্বতন স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে চায় তবে অন্য এক পুরুষকে বিবাহ করতে হবে। তার সাথে এক বিছানায় শুতে হবে এবং দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। তারপর নতুন স্বামী তালাক দিলে এই মহিলা কুমারী হয়ে যাবে, পবিত্র হয় যাবে, তখন আবার পূর্ববর্ত্তী স্বামী ঐ মহিলাকে বিবাহ করতে পারবে। চার বিবি ফরজ অর্থাৎ সতীনের ঘর করতে হবে। নবীজি হজরৎ মহম্মদ (দঃ) বলেছেন আমার অনুগামীদের মধ্যে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ যার সর্বাধিক স্ত্রী আছে। কোন স্ত্রী যদি উনুনের পাশে থাকে অর্থাৎ রান্নাবান্নায় ব্যস্ত থাকেন আর ঐ সময় যদি তার স্বামী তাকে শয্যায় আহ্বান করেন এবং তাতে তিনি যদি অসম্মত হন তবে রাতভর ফেরেস্তা (দেবদূত) গণ ঐ নারীকে অভিশাপ দেবেন। শ্বশুর কর্তৃক ধর্ষিতা হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা পঁচিশ থেকে ত্রিশ ভাগ। ইমরানা কাণ্ডে 'শ্বশুরের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর ইমরানার স্বামী স্বামীত্বের অধিকার হারিয়েছে। এখন থেকে ইমরানার উচিত শ্বশুরকেই বিয়ে করা। সেক্ষেত্রে বর্তমান স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক হবে মা-ছেলের মত। এই বিধান দিয়েছেন ইসলাম ধর্মগুরুরা। ইমরানার সঙ্গে সমাজসেবী সুভাষিনী আলী দেখা করতে গেলে সেখানে অনেক মহিলা তার কাছে অভিযোগ করেন, তাদের স্বামীরা চাকুরীর ক্ষেত্রে দেশের বাইরে গেলে নিয়মিত শ্বশুর কর্তৃক ধর্ষিতা হচ্ছেন। ইসলাম ধর্মমতে পুত্রবধূকে বিবাহ করা জায়েজ (ধর্ম সম্মত) নবিজী হজরৎ মহম্মদ (দঃ) এর হারেমে এক ডজনেরও বেশী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তিনি তার পুত্রবধূ জয়নাব বিবিকে বিবাহ করেন। স্বামী মারা গেলে সতীন পুত্রের স্ত্রী হয়েও থাকতে হতে পারে, সতীনদের সাথে স্বামীকে রাত ভাগ করে নিতে হবে। অশিক্ষিত মুসলমানদেরকে বিবাহ করে পুনে অথবা বম্বের গণিকালয়ে বিক্রি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। তারপর তাদের গর্ভজাত সন্তানদেরকে বিকলাঙ্গ করে অর্থাৎ অন্ধ, খঞ্জ করে আরব দেশে ভিক্ষে করতে অথবা উটের দৌড়ে সামিল হতে চালান করার সম্ভাবনাও থেকে যাচ্ছে। ধর্ষিতা হলে চারজন পুরুষ সাক্ষী যোগাড় করতে হবে, না পারলে পরপুরুষের সঙ্গে ব্যভিচারের দোষে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলার বিধান দেওয়া আছে। (মঃ হিদায়েতুল্লা সাহেবের প্রিন্সিপল অব মহামেডান ৩১৪

পৃঃ, ডঃ ওসমান গণী সাহেবের সম্পাদিত কোরাণ ২২৩, ২২৯ পৃঃ, জাহানারা বেগমের "আল্লা আমাদের কাঁদতে দাও" দ্রষ্টব্য অতএব, হিন্দু নারীদের মুসলমান বিবাহ করা জিব দিয়ে ক্ষুর চাটার সমান বিপদজনক বলে মনে করি।

উত্তর চব্বিশ পরগণার রাজারহাট থানার হাতিয়ারা গ্রামের নাগেশ্বর দাসের ২১ বৎসরের কন্যা সরস্বতী দাস কোরাণ হাদিস এবং শরিয়ৎ আইন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হয়ে গতে ১লা এপ্রিল ১৯৯৭ টিপসই দ্বারা এক এফিডেভিট করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ৩০এ বেনিয়াপুকুর নিবাসী মহম্মদ মিরাজউদ্দীনকে বিবাহ করেন। ২রা ডিসেম্বর, ২০০৩ সালে তিন "তালাক" উচ্চারণ করে মিরাজউদ্দীন স্ত্রী সাবরা বেগম (সরস্বতী দাস) কে তালাক দিয়ে দেন। ঐ দিনেই হাইকোর্টের এডভোকেট জাফর নবাব তার এক পত্র দ্বারা (No. 786/475/2003 dt. 2.12.03) সাবরা বেগমকে তালাকনামার নকল পাঠিয়ে দেন। এবার চিন্তা করুন, মুসলমান ঔরস জাত ৩/৪টা বাচ্চ নিয়ে হিন্দু বাপের বাড়ীতে ফেরার কোন উপায় নেই, যৌবন থাকলে গণিকালয়ে আশ্রয়, না হয় অন্য কোন মুসলমানের ঘরনী হওয়া ছাড়া পথ নেই। নতুন স্বামী সন্তানদের ভরণ পোষণের ভার না নিলে (না নেওয়াই স্বাভাবিক) দেশে চোর ডাকাত পকেটমার তোলাবাজ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। আমার সন্ধানে এমন মুসলমান মহিলার সন্ধানও আছে যার ৮টি সন্তানের মধ্যে প্রথম ২ জনের আব্বাজানের (বাবার) নাম মঃ আলাউদ্দীন, ৩ জনের আব্বার নাম মঃ হানিফ এবং পরের ৩ জনের আব্বার নাম সেলিম সেখ। অর্থাৎ ভদ্রমহিলা দুইবার তালাক প্রাপ্তা। ভারতে যদিও মুসলমান এর সংখ্যা ১৩ শতাংশ, জেলখানার কয়েদীদের মধ্যে ৬০ শতাংশ মুসলমান। বরকত গণি খান এক জনসভায় মুসলমানদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, প্রতি ১০ জন কয়েদীর মধ্যে ৭ জন মুসলমান কেন? মুসলমান শ্রোতারা তার কোন উত্তর দিতে পারেনি। মুসলমান হওয়া খুবই সহজ। একবার খাঁচায় পুরতে পারলে তার থেকে বের হওয়া অসম্ভব। উদহরণ ডঃ কমলা দাস ছদ্মনামে মাধবী কুট্টী, মালেয়ালাম সাহিত্যের এক উজ্জ্বল তারকা, কলিকাতায় থাকার সময় ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ইসলাম কবুল করেন। তার পিতা ভি. এম. নায়ার "মাতৃভূমি" পত্রিকার সম্পাদক। মা পালাপাড় বালামান্নি আম্ম একজন বিখ্যাত কবি। বিভিন্ন ইসলামী পত্রিকায় ইসলামের গুণ কীর্ত্তন করে তাঁর বহু লেখা বের হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তার মোহ ভঙ্গ হয়। স্বাধীনভাবে চলাফেরা নিষিদ্ধ। বোরখা পরে বের হওয়া তার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু ইসলাম ত্যাগ করলেই নিহত হওয়ার ভয়। ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ

06/1108/1/4/97 10 Rs.
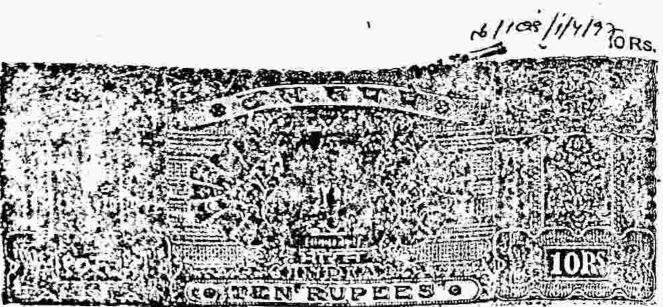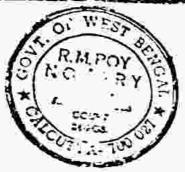
AFFIDAVIT

I, SARASWATI DAS, Daughter of Nageswar Das, aged about 21 years, by faith Hindu by occupation Housewife, residing at Village & P.O. Hatiara, P.S. Rajarhat, Calcutta - 700 059, do hereby solemnly affirm and state as follows : -

1. That I am residing permanently at the above address and I am known, called and recognised as SARASWATI DAS and same is recorded in the Rationing Department.

2. That from my childhood I am in close contact with the Muslim Society and thus I have been induced with the Islam religion and have became well conversant with the Muslim Seriat law and I have been declined with the Muslim rites and customs.

3. That I have already converted my religion from

11 APR 1997

contd.....p/2

Hindu to Islam by virtue of this Affidavit without any influence or instigation or pressure of others.

That I have embraced Islam by pronouncing LAI.-ILAHA - ILLAL LAHU MOHAMMADOR RASULU LLAH three times.

5. That with the conversion of my religion from Hindu to Muslim by name has been changed accordingly from SARASWATI DAS to CHHABERA BEGUM and henceforth I would be known, called and recognised as 'CHHABERA BEGUM in place of SARASWATI DAS.

6. That my name 'CHHABERA BEGUM' and 'SARASWATI DAS' is the same one and identical person.

7. That I am the Citizen of India by birth.

That the statements made above are true to my knowledge.

कुमारि सरस्वती दास

(SARASWATI DAS

DEPONENT

Readover & explained by me to the Deponent & Deponent is Identified by me.

Advocate.

OFFICE OF THE
MUSLIM MARRIAGE REGISTRAR & QAZI
GOVT. OF WEST BENGAL

REGISTER IV
FORM B
VOL. ...
YEAR 2003

TALAQNAMA

NO. IN REGISTER 2

NAME OF HUSBAND Md. Miraj S/o Late Md. Zariff

ADDRESS 30A, Beniapukur Rd., Kol-14

NAME OF WIFE Sahra Begum D/o Nageshwar Das

ADDRESS Lakhman Nagar, Hatiara, Kol 59

DATE OF DIVORCE 02-12-03

NATURE OF DIVORCE TALAK AHSAN

PLACE OF DIVORCE Marriage Regn. Office
Kohinoor Market, Topsia, Kol 46

NAME OF WITNESS: 1 Md. Anwar

ADDRESS: Vill Dostane P.S. Bishnupur 24 Pgs (S)

NAME OF WITNESS: 2 Akber Hossain

ADDRESS: 1M/13, Mofizhil Lane, P.S. Entally Kol-15

NAME OF IDENTIFIER: Zafar Nawab (Adv)

ADDRESS: 52B, Narkeldanga North Rd Kol-11

DATE OF REGISTRATION: 02-12-03

Sd/- Anwar
Signature/L.T.I. of Witness

Sd/- Akber Hossain
Signature/L.T.I. of Witness

Sd/- MD. Miraj
Signature/L.T.I. of Husband/Wife

Sd/- Zafar Nawab
Signature of Identifier.

Sd/- Shafi Nishat
Signature of Muslim Marriage Registrar & Qazi

QAZI NISHAT
Muslim Marriage Registrar
Govt. of West Bengal
2/12/03

ZAFAR NAWAB, M.COM. LL.B
ADVOCATE
HIGH COURT, CALCUTTA
AND
SEALDAH CIVIL COURT

PHONE : 248-0578 / 350-4068

RESI :
52/B, NARKELDANGA NORTH ROAD,
CALCUTTA-700 011.

No. 766/475/2003.

Dated 2-12-2003 19
4.11.2003

Registered with A/D.

To : Sabra Begum
Daughter of Nageshwar Das,
C/o. Pirzada Mohammed Akram,
Hanafi Anjuman Ghumary Nagar,
Hatiara Shariff Road, P.S. Rajarhat,
Kolkata-700059, District North 24-Parganas.

Dear Madam,

Re : My client Mohammed Mirajuddin, son of late Mohammed Zariff of Purba Hatiara, Police Station Rajarhat, Kolkata-700059, the then and now 30A, Beniapukur Road, Police Station Beniapukur, Kolkata-700014.

Under instructions from and on behalf of my above named client, I do hereby write and inform you as follows :-

I understand from my said client that you are an unchaste woman and you bore a conduct of spurious nature and my said client had and have no other alternative rather than to pronounce " TEEN TALAQ-E-BAIN " thrice times to you. As my said client on 2-12-2003 pronounced " TEEN TALAQ-E-BAIN " thrice times to you in the office of Shafi Nishat, the Muslim marriage Registrar and Qazi, Government of West Bengal and my said client possesses the copy of a Talaknama and/or Divorce certificate and this letter is sent to you for your information and future guidance, which please note.

Yours faithfully,
Zafar Nawab.
(ZAFAR NAWAB)
Advocate.

Signature of my client.

করার ফলে একটি পরিবারের কি পরিণতি হয়েছিল শুনুন। বাংলাদেশের ময়মনসিংহ শহরের এক আদম পরিবারের ৯ জন সদস্য ইসলাম ছেড়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। এর ফলে স্থানীয় মুসলমানরা এবং তাদের আত্মীয় স্বজনরা এদের উপর এমন অত্যাচার আরম্ভ করে যে ঐ পরিবারের ৯ জন সদস্য একই দড়িতে নিজেদের কে বেঁধে চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। এমন কি মৃত্যুর পর ৯ জনের মৃতদেহ নিতেও তারা অস্বীকার করে।

বিধর্মীদের প্রতি ঘৃণাই ইসলামের মূলমন্ত্র। একজন মুসলমান মারা গেলে আর একজন মুসলমানকে বলতে হয় "ইন্না লিল্লাহে ওয়াইনা ইলাহেরাজেউন" অর্থাৎ এই মুসলমান ভাই-এর পবিত্র মৃতদেহ যেন চিরশান্তিতে চির নিদ্রায় কবরে শায়িত থাকে। কিন্তু হিন্দু অথবা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মৃতদেহ রাস্তা দিয়ে বহন করার সময় মুসলমানদের বলতে শোনা যায় বা বলতে হয় "ফিনারে জাহান্নামে খালেদুন"। অর্থাৎ ওহে কাফির বিধর্মী তুমি যেন জাহান্নমের আগুনে পুড়ে শেষ হও। কোথাও কোন সভা সমাবেশে শুধুমাত্র মুসলমানগণ উপস্থিত আছেন এরূপ বুঝলে তখন বলতে হয়, 'আচ্ছালুম আলাইকুম ওয়া রকমতুল্লাহে বরকাতু' অর্থাৎ আল্লার তরফে শান্তি আপনার উপর বর্ষিত হউক। কিন্তু সমাবেশে মুসলিম ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীরা উপস্থিত আছে বুঝলে বলতে হয়, 'আচ্ছালামু আলাইকুম ইয়া মানিত্তা বালহুদা' অর্থাৎ আল্লার তরফে শান্তি একমাত্র মুসলমান ভাইদের উপর বর্ষিত হোক। বিধর্মীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। ট্রেনে যাতায়াতের সময় লক্ষ্য করবেন, সাধারণত কোন মুসলমান অন্য ধর্মাবলম্বী ভিখারীদের ভিক্ষা পর্য্যন্ত দেয় না।

উপরোক্ত বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করলে পাঠক মহোদয় নিঃসন্দেহ হবেন যে, যেন তেন প্রকারে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী ঢুকিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে বৃহত্তর মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত করার একটা ষড়যন্ত্র চলছে। তারজন্য আসছে আরব দেশ থেকে প্রচুর অর্থ যার সিংহভাগই খরচ হয় সংবাদ মাধ্যম এবং প্রচার মাধ্যমগুলিকে হাত করে ইসলাম প্রচারের সহায়তা করার জন্য। আমাদের পাশের মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক বিভাগের অধিকর্তা নিলোফার আমেদের বক্তব্য অনুসারে সে দেশে প্রতি মহিলার গড়ে সন্তান হয় সাতটি। অতএব বাড়তি জনসংখ্যা ভারতে প্রেরণ করা এবং ভারতকে একটা ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করাই এদের উদ্দেশ্য।

অবশেষে সংবাদপত্র, টিভি, মমতা দিদি, মহাশ্বেতা দেবী এবং তাদের বুদ্ধিজীবি দোসরদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন— রিজওয়ান প্রিয়াঙ্কা কাণ্ডে আপনারা যে

ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, তার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু বিজন সেতুতে ১৬ জন সন্ন্যাসীকে দিবালোকে পুড়িয়ে মারা, বানতলা-ধানতলার মুসলমানগণ কর্তৃক হিন্দু মহিলাদের ধর্ষণ ও হত্যা, ভিখারী পাশোয়ান অপহরণ ও হত্যা, শান্তিপুরের রাধানাথ সাধুখাঁ এবং বোলপুরের কেশব মাহাতো হত্যা, মুর্শিদাবাদে শৈলেন্দ্র প্রসাদ জবাই, বারাসতে অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুড়িয়ে মারার সময় আপনারা কোথায় ছিলেন? অক্ষর ধাম মন্দির, পার্লামেন্ট হাউস, নাগপুরে আর এস এস প্রধান কার্য্যালয়, অমরনাথ তীর্থযাত্রী, বৈষ্ণোদেবী তীর্থযাত্রী, বম্বে বিস্ফোরণ, কোয়েম্বাটোর বিস্ফোরণে যারা নিহত হয়েছে এবং ২৬-১১-০৮ থেকে ২৮-১১-০৮ তিন দিন ১০ জন জঙ্গী বম্বেতে যে তান্ডব চালিয়েছে ফলে দুই শতাধিক নিহত ও প্রায় এক হাজার লোক আহত এবং বিকলাঙ্গ হয়েছে। তাদের জন্য তো আপনাদেরকে প্রতিবাদে সোচ্চার হতে দেখা যায় নি। তাদের স্মৃতিতে তো একটিও মোমবাতি জ্বলেনি, কারণ নিহতরা সকলেই নিরীহ নিরস্ত্র হিন্দু। আর আক্রমণকারীরা সকলেই বর্বর মুসলীম উগ্রবাদী। রিজওয়ান কাণ্ডে উর্দু পত্রিকাগুলি, বিদেশী টিভি, বেতার এবং সংবাদপত্রগুলি যেভাবে প্রচার চালাচ্ছে তাতে মনে হয় ভারতে মুসলমানরা আক্রান্ত এবং খুবই অসহায়। পক্ষান্তরে, হাজার হাজার হিন্দু মেয়েকে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করে, তালাক দিয়ে যে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে মুসলমানরা তার কোন প্রচার নেই। অথবা এর কোন প্রতিবাদও হচ্ছে না। আমি শ্রী সুজাত ভদ্র, বুলাদি, শ্রী উপেন বিশ্বাস, শ্রী অরুণাভ ঘোষ মহাশয় এবং তাদের অন্যান্য সহযোগীদেরকে জিজ্ঞাসা করছি, তাদের বাড়ীর কোন মেয়ে এভাবে অন্য ধর্মে অসম বিবাহ করলে অথবা কোন ড্রাইভার, দারোয়ান এর সাথে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করলে তারা মেনে নিতেন কি? যে সমস্ত সাংবাদিক দিনরাত মানুষের মগজ ধোলাই করছেন এবং ছোট ছোট বাচ্চা ছেলেয়েদেরকে পিতা-মাতার অমতে বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করার জন্য উৎসাহিত করছেন, তাদের বাড়ীতে কেউ ঐ পথে পা বাড়ালে তারা তা মেনে নেবেন কি? আমার কাছে খবর আছে, যারা ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে অসম বিবাহ বা আর্ন্তধর্ম বিবাহের সমর্থনে বড় বড় কথা বলছেন, পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেন, তাদের বাড়ীতে এই প্রকার ঘটনা ঘটার পর চোরা পথে পুলিশের সাহায্যে সেই মেয়েকে উদ্ধার করে এনে গর্ভপাত ঘটিয়ে, এই সংবাদ গোপন করে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। বাড়ীর ছেলে ঝি-এর মেয়েকে বিয়ে করে নিয়েছে, পুলিশের সহায়তায় প্রচুর টাকা পাত্রী পক্ষকে দিয়ে সেই বিয়ে ভাঙ্গিয়েছেন। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ২/৪ জনের

বাড়ীর কেচ্ছা বাজারে বেরিয়ে পড়লে অনেক বুদ্ধিজীবি, মানবাধিকার কর্মী সমাজসেবী আইনজীবি মুখ লুকাবার জন্য গর্ত খুঁজে পাবেন না।

একজন নিরামিষ ভোজি ধর্মপ্রাণ হিন্দুর মেয়ে গোমাংস ভোজি মুসলমান-এর ঘরনী হবে সেটা তার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়না। গৌরী দত্ত (আবুসৈয়দ আইউব) পূর্ণিমা রুদ্র (হোসেনুর রহমান) ইত্যাদির পরিবার কি তাদের কন্যাদের মুসলমান ঘরনি হওয়া মেনে নিয়েছিলেন? এখানে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। পঃবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রী এ. এল. ডায়াসের তৃতীয়া কন্যা কুমারী লায়না ডায়াস মঃ জাহীদ আলী বেগ নামে এক মুসলমান যুবককে বিয়ে করবেন বলে মনস্থ করেন। ডায়াস পরিবার ক্রিশ্চান, তাই রাজভবনে ১৬-৫-৭৪ তারিখে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় এবং তার স্ত্রী শ্রীমতী মায়া রায় এর উপস্থিতিতে একজন পাদ্রী জাহীদ আলীকে মুসলমান থেকে ক্রিশ্চান ধর্মে দীক্ষিত করেন। ঐ দিনই প্রাক বিবাহ রিং বদল হলো। ৮-৬-১৯৭৪ শনিবার বেলা ১১টায় কলিকাতার বহু গণ্য মান্য লোকের উপস্থিতিতে মিডিলটন রো-র সেন্ট টমাস চার্চে লায়লার সঙ্গে ধর্মান্তরিত জাহীদ আলীর বিয়ে হয়ে গেল। ডায়াস একজন বিলেত ফেরত ক্রিশ্চান, গরু এবং শুয়রের মাংস ভোজি। তিনিও তার ভাবী জামাতাকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। এই হলো ধর্ম নিরপেক্ষতার স্বরূপ।

এটা সর্বজন বিদিত যে, পুলিশ ঘুস খায় (যদিও অন্যায়) কিন্তু সেটা সমাজের পক্ষে তত ক্ষতিকারক নয় যতটা ক্ষতিকারক সাংবাদিকরা যদি বিদেশী গুপ্তচর সংস্থার থেকে টাকা খেয়ে দেশ-বিরোধী কাজ করে। পুলিশ জনমত সংগঠিত করে না, কিন্তু সাংবাদিকরা মিথ্যা এবং পক্ষপাত দুষ্ট সংবাদ পরিবেশন করে জনগণকে বিভ্রান্ত করে। অনেকেরই নানা দুষ্কর্মের সংবাদ আমার গোচরে আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিত কতগুলো অনাথ আশ্রম তৈরী করা যেখানে অসম বিবাহের শিকার হওয়া এবং তালাক প্রাপ্তা মহিলা এবং তাদের সন্তানদের আশ্রয় দেওয়া যায়। উদাহরণ, নাগেশ্বর দাসের কন্যা সরস্বতী দাস ওরপে ছাবেরা বেগম। সারা দেশে যত নারী ধর্ষিতা হন তার ৯৯ শতাংশ হিন্দু মহিলা এবং ৯৯ শতাংশ ধর্ষক মুসলমান। তখন সংবাদমাধ্যম কোন প্রতিবাদে সোচ্চার হননা। গত কয়েক বৎসরে বাংলাদেশ থেকে মুসলমান কর্তৃক ধর্ষিতা হয়ে অসংখ্য হিন্দুনারী এপার বাংলায় এসেছেন। তাদের জন্যও একবার ও আপনাদেরকে টুঁ শব্দটি করতে শোনা যায়নি। কারণ, হিন্দু মেয়েরা ধর্ষিতা হলে হিন্দুরা দলবদ্ধ ভাবে কোন প্রতিবাদ করেনা।

গত ১৭-১০-০৭ রাত ৯টায় তারা টি.ভিতে রিজওয়ান-প্রিয়াঙ্কা নিয়ে এক আলোচনা সভায় সি.বি.আই. এর এক প্রাক্তন অধিকর্তা বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ অসাম্প্রদায়িকতার পীঠস্থান। এ রাজ্যে সাম্প্রদায়িকতা সহ্য করা হবে না। যারা সাম্প্রদায়িক তারা এ রাজ্য হতে চলে যাক"। তার মুখের ভাষা শুনে মনে হয়, তিনি পূর্ববঙ্গের মুসলমান কর্তৃক বিতাড়িত কোন পরিবারের সন্তান। তার কাছে জানতে ইচ্ছে করে তিনি তাহলে ও দেশেই থাকলে পারতেন। এখানে এলেন কেন? পশ্চিমবঙ্গ কেমন অসাম্প্রদায়িকতার পীঠস্থান তার উত্তর আর একজন প্রাক্তন (আই.পি.এস.) পুলিশের ডি.জি. শ্রদ্ধেয় শ্রী গোলক বিহারী মজুমদার সাহেবের ভাষাতেই দেওয়া যাক। তার প্রবন্ধটির নাম— "ছেচল্লিশের আতঙ্কের দিনগুলি ভুলিনি"। রাত ১১/১২টা (১৯৪৬) নাগাদ পাড়ায় ওরা আবার আক্রমণ করল। দেখলাম একদল লোক তাদের হাতে ছোরা তরোয়াল ইত্যাদি নানান অস্ত্রশস্ত্র। তারা চিৎকার করে বলছে, আজতো এক এক হিন্দুকো কোরবানী করেগা। মা-বাবা-দিদি-আমি-ভাগ্নে সবাই সন্ত্রস্ত; যে কোন মুহূর্তে আমরা আক্রান্ত হতে পারি। সবচেয়ে বেশি ভয় দিদিকে নিয়ে, দিদি দেখতে খুব সুন্দরী। ভাবলাম, দিদিই হবে ওদের প্রথম টার্গেট। হিন্দু মেয়েদের ওপর ওদের বরাবর লোভ। এদিকে পরিস্থিতি একটু শান্ত হলেও আতঙ্ক যায়নি। ইউনিভারসিটি খোলা ছিল। রাজা বাজারের উপর দিয়ে আমাকে যেতে হতো। একদিন দেখলাম, গরু কেটে যেমন ঝুলিয়ে রাখে তেমনি ভাবে হাত-পা কাটা হিন্দু মেয়েদের চুল বেঁধে সব ঝুলিয়ে রেখেছে। বীভৎস আর নৃশংস সে দৃশ্য। সেই প্রথম আমি মেয়েদের খোলা উলঙ্গ দেখলাম।" এই লেখা পড়ার পর আমি শ্রদ্ধেয় গোলক মজুমদার সাহেবের এক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। আমার প্রশ্ন ছিল, কিভাবে এবং কিসের সাথে উলঙ্গ হিন্দু মেয়েদের দেহ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল? তিনি বললেন গরুর মাংসের দোকানে যেভাবে লোহার হুকের মধ্যে মাংস ঝুলিয়ে রাখে সেভাবে মাংসের পরিবর্তে মেয়েদের মাথার চামড়ার ভেতরে হুক ঢুকিয়ে উলঙ্গ মহিলাদের মৃতদেহ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। যেসব কবি ও সাহিত্যিক বন্ধু পশ্চিমবঙ্গকে অসাম্প্রদায়িকতার পীঠস্থান বলে ঢাক ঢোল পেটাচ্ছেন, তাদের অবগতির জন্য কলেজ স্ট্রীট এর ৯/৩ টেমার লেনের দেবকুমার বসুর লেখা "১৯৪৬-এর দাঙ্গার কয়েকটা দিন" নামক প্রবন্ধ থেকে তাদের বক্তব্যের উত্তর দেওয়া যাক — "রাজা বাজারের সামনে ভিক্টোরিয়া কলেজ ও ইস্কুল। মেয়েদের কলেজ ও হোস্টেল একদম ফাঁকা। সকলে পালিয়েছে। কেবলমাত্র রাস্তার দোতালার জানলায় চারটি মেয়েকে খুন করে রাস্তার দিকে ঝুলিয়ে রেখেছে কে বা

কারা। এই নৃসংশতা, এই বীভৎসতা যাঁরা দেখেছেন, তারাই অনুভব করতে পারেন যে, আমাদের মত যুবকরা কেন উত্তেজিত হবে, ক্ষিপ্ত হবে। কেউ এই হোস্টেলের দিকে তাকালে দেখবেন রাস্তার দিকের জানালা গুলি ইঁট গেঁথে বন্ধ করা আছে। আজ ষাট বছর পরেও বন্ধ আছে। কেন কাদের ভয়ে?"

সর্বশেষে বলতে চাই, এসব দেখেও যদি পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা সংগঠিত না হয় তবে পশ্চিমবঙ্গ আবার মুসলমানের অত্যাচারের শিকার হবে। এর মধ্যে ঈদের নামাজের শেষে রেড রোডে প্রায় দশ লাখ নামাজির সামনে ইমাম ফজলুর রহমান রাজ্য সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, তার আরো দাবি "এ রাজ্যের মুসলিমদের সংখ্যাটা গোপন করা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম সাহেবকে আমার একটা প্রশ্ন মুসলমানদের তো এ দেশে থাকারই কথা নয়। তারা তাদের দেশভাগ করে নিয়েছে। ইমাম সাহেব একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন কি? ইসলাম ধর্মমতে ফটো তোলা নিষিদ্ধ কারণ যে ঘরে ফটো থাকে সেই ঘরে ফেরেস্তারা (দেবদূত) আসেন না, তাহলে তো তাদের ভোট দেওয়ার আইডিনটিটি কার্ড তৈরী করা উচিত নয়। ড্রাইভিং লাইসেন্স করা এবং পাসপোর্ট করা উচিত নয়, কারণ ঐ সব ক্ষেত্রে ফটো বাধ্যতামূলক। এছাড়াও ইসলাম ধর্মমতে সুদ খাওয়া হারাম। এখন দেখছি মুসলমান ইমাম, মৌলভী, মাওলানা থেকে আরম্ভ করে গোঁপ ছাঁটা লম্বা লম্বা দাঁড়িওয়ালা সব পহরেজকার মুসলমানরাই ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিসে টাকা রেখে সুদ খাচ্ছে। এসব কাজ কি ইসলাম বিরোধী নয়? যে ইসলাম রক্ষার জন্য দেশ স্বাধীনতার প্রাক্কালে ২০ লক্ষ মানুষ খুন হয়েছে, অসংখ্য নারী ধর্ষিতা হয়েছে তার উত্তর ইমাম সাহেব দেবেন কি? তার উত্তরের প্রতীক্ষায় রইলাম। এখানে উল্লেখ্য যে, দেশভাগ করে মাউন্টব্যাটেন ইংলণ্ড ফিরে গেলে স্যার উইনস্টোন চার্চিল তাকে বলেছিলেন "তাড়াহুড়া করে ভারত ভাগ করতে গিয়ে তুমি ২০ লক্ষ নিরীহ ভারতীয়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী।" (এই সংখ্যাটা ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার) পাঠকদের মধ্যে কেউ যদি ওয়াগা সীমান্ত দেখতে যান তবে ওয়াগার কাছেই রোরনবালা গ্রাম। সেখানে সর্দার গুরুচরণ সিং-এর বর্ডার ধাবায় এক গ্লাস পাঞ্জাবী চা খেয়ে কয়েক মিনিট হাঁটলেই দেখতে পাবেন ১৯৪৭ সালে মুসলিমদের হাতে নিহত দশ লক্ষ পাঞ্জাবী হিন্দু ও শিখ শহীদদের স্মৃতি স্তম্ভটা। এটা দেখে আসতে কিন্তু ভুলবেন না, পাকিস্তানের দাবীর সমর্থক জ্যোতি বসু তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ১৯৪৬-এর ডাইরেক্ট একশান দিবসে কলিকাতায় মৃতের সংখ্যা ২০ (বিশ) হাজারের কম হবেনা। ঐ সময় বর্বর মুসলীম লীগ গুণ্ডাদের হাতে কত সংখ্যক মাতা ভগিনী ধর্ষিতা হয়েছেন

অথবা এদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কুয়ায় ঝাঁপ দিয়েছেন, বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছেন অথবা জহর ব্রত অবলম্বন করে আত্মহনন করেছেন, তাদের সংখ্যা আজ আর নিরুপণ করা সম্ভব নয়। তবে উর্বশী বুটালিয়ার এর গবেষণাবদ্ধ বই "দ্য আদার সাইড অব সাইলেন্সেস — ভয়েসেস ফ্রম দ্য পার্টিশান অব ইণ্ডিয়া— বই থেকে জানা যায়, পশ্চিম পাঞ্জাব (পঃ পাকিস্তান) থেকে ধর্ষণের ফলে ৭৫০০০ গভর্বতী হিন্দু ও শিখ কুমারীকে উদ্ধার করে এনে দিল্লীর করোল বাগে কাপুর হাসপাতালে গর্ভপাত করানো হয়েছিল। ৫০,০০০ হাজার শিশু জন্ম হয়েছিল (এদের গর্ভপাত করানো সম্ভব হয়নি) বর্বর মুলসীম লীগ গুণ্ডাদের ধর্ষণের ফলে এদেরকে গোপনে হত্যা করা হয়েছিল। ভণ্ড সেক্যুলারবাদীরা বলছে, অহিংস উপায়ে বিনা রক্তপাতে দেশ স্বাধীন হয়েছে। আজ এই ভণ্ডদেরকে জিজ্ঞাসা করার দিন এসেছে— এই খুন, গর্ভপাত এবং শিশু হত্যা কি বিনা রক্তপাতে হয়েছিল?

তথ্যসূত্র ঃ

(1) The Nehru Dynasty by K. N. Rao
(2) My Days with Nehru by M.O. Mathai
(3) Reminiscences of Nehru Age by M.O. Mathai
(4) Impostors Galore by A. Ghosh
(5) Ruling by Fooling by A. Ghosh
(6) হস্তান্তর ঃ শংকর ঘোষ
(7) কোরাণ শরীফ ও হাদিস শরীফ

(8) আনন্দবাজার, বর্তমান, দৈনিক স্টেটসম্যান, সংবাদ প্রতিদিন। দেশ, সাপ্তাহিক বর্তমান, বিভিন্ন টি.ভি. চ্যানেল স্বস্তিকা।

(9) কোরক সাহিত্য পত্রিকা ইত্যাদি।

ইতিহাসের পাতা থেকে

পাক-ভারত-বাংলাদেশের মুসলমানদের অবিসংবাদী নেতা মহাম্মদ আলী জিন্নার ঠাকুরদা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। জিন্না জীবনে কখনো নামাজ পাঠ, রোজা ইত্যাদি করেন নি। মদ এবং শুয়রের মাংসের রোষ্ট ছিল তার সব চাইতে প্রিয় খাদ্য। প্রতিদিন খাবারের টেবিলে দুটো আইটেম ছিল বাধ্যতামূলক। ভারতীয় মুসলমানদের সাথে নিজের স্বজাতিয়ত্ব স্বীকার করতে ঘৃণা বোধ করতেন। জীবনে একবারই কোরাণ স্পর্শ করেছিলেন। বম্বে এসেম্লিতে নির্বাচিত হয়ে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে। ১৯১৬ সালে ৪০ বৎসর বয়স্ক বিপত্নীক জিন্না বিশ্রাম নেওয়ার জন্য তার পার্শি বন্ধু স্যার দীনশা পেতিতের বাড়ীতে অতিথি হলেন। পেতিত বম্বের ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। দীনশার ১৬ বৎসর বয়স্কা এক অপূর্ব সুন্দরী কন্যা ছিল। নাম রতনবাই, ডাক নাম রোটী। প্রথম দর্শনেই জিন্না রোটীর প্রেমে পড়ে গেলেন। একদিন স্যার দীনশার সঙ্গে আলাপ আলোচনার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে তার মতামত জিজ্ঞাসা করলেন। এর পেছনে যে একটা গোপন কারণ লুকিয়ে আছে ঐ সময় স্যার দীনশার তা মনে হয়নি। তিনি সরল মনে উত্তর দিলেন "উত্তম প্রস্তাব" এই ধরনের বিবাহ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় সংহতি দৃঢ় করবে। ধূর্ত জিন্না এই জবারের সুযোগ নিয়ে এক মুহূর্ত দেরী না করে বল্লেন, "আমি আপনার মেয়ে রোটীকে বিবাহ করতে চাই। বিবাহের প্রস্তাব শুনে দীনশা হকচকিয়ে গেলেন, তিনি রেগে গিয়ে বিবাহে অমত জানালেন। জিন্না এবং রোটী এই নিষেধ মানলেন না। দীনশা কোর্টের শরণাপন্ন হলেন। কিছুদিনের মধ্যেই রোটী ১৮ বৎসর হয়ে গেল। সুচতুর এবং ধূর্ত জিন্নার জয় হলো। ১৯শে এপ্রিল ১৯১৮ সালে জিন্না রোটি (রতনবাই)কে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে বিবাহ করেন। ১৪ই আগষ্ট ১৯১৯ রতনবাই-এর গর্ভে জিন্নার কন্যা দীনার জন্ম হয়। পরবর্তী কালে দীনা যখন এক পার্শি যুবক নেভেল ওয়াদিয়াকে বিবাহ করতে চান জিন্না তখন প্রচন্ড বাধা দেন এবং বলেন দেশে অসংখ্য মুসলমান যুবক থাকতে দীনা কেন পার্শি যুবককে বিয়ে করতে চাইছে? দীনা জিন্নার মুখের উপর বল্লেন, দেশে অসংখ্য মুসলিম যুবতী থাকতে তিনি

কেন পার্শি যুবতীকে বিয়ে করেছেন। জিন্না কোন উত্তর দিতে পারেননি। জিন্নার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কন্যা দীনা পার্শি যুবক ওয়াদিয়াকে বিবাহ করেন। এরপর জিন্না আর কন্যার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন নি। দীনার গর্ভজাত সন্তান নসলী ওয়াদিয়া তার নানার সাধের, পাকিস্তানে না গিয়ে কাফের (হিন্দু)দের দেশ ভারতেই রয়ে গেলেন। তার মালিকানাধীন বম্বে ডাইং ভারতের বস্ত্র শিল্পের একটি অগ্রণী প্রতিষ্ঠান।

পাঠক মহোদয় অবগত আছেন যে, বৃটেনের ভাবী যুবরাজ প্রিন্স উইলিয়াম এবং তার ছোট ভাই প্রিন্স হ্যারির মাতা প্রিন্সেস ডায়না দোদি আল ফারাদ নামে জনৈক মুসলমানের প্রেমের ফাঁদে পা দিয়ে ঘরছাড়া হন। এবং এক মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হন। দোদির পিতার অভিযোগ, ঐ সময় রানী গর্ভবতী ছিলেন। বৃটেন রাজ পরিবার চায়নি রানীর গর্ভে কোন মুসলমানের ঔরসজাত কোন সন্তানের.জন্ম হয়। তাই ইচ্ছাকৃত ভাবে রানী এবং দোদীকে হত্যা করা হয়েছে। পরে অবশ্য লন্ডন হাইকোর্ট ইনকোয়ারী করে রিপোর্ট দিয়েছে যে অসতর্ক ভাবে গাড়ী চালানোর জন্য দুর্ঘটনায় রানী ডায়না এবং প্রেমিক দোদির মৃত্যু হয়েছে। একবার চিন্তা করে দেখুন বৃটেনের রানী যার অত সিকিউরিটি থাকা সত্ত্বেও মুসলমান দোদির প্রেমের ফাঁদে ধরা পড়ে সামাজিক সম্মানের মুখে ছাই দিয়ে ঘর ছাড়া হয়েছে। অতএব নারী শিকারে এরা তুলনা হীন।

হিন্দু-মুসলমানের খাওয়া-দাওয়া আলাদা, গৌরী দত্ত যেদিন প্রথম নব বধূ হিসাবে আবু সৈয়দ আয়ূববের বাড়ী গিয়ে ছিলেন সেদিন তাকে রসুনের সম্ভার দেওয়া চাটনী খেতে দেওয়া হয়েছিল। সেকথা তিনি আজও ভুলতে পারেন নি।

অনেকে বলে অশিক্ষিত মুসলমানরাই যখন তখন তালাক দেয়। শিক্ষিতরা দেয় না। উদাহরণ শাহবানুর স্বামী বিখ্যাত আইনজীবি আমেদ খাঁ ৫০ বৎসর ঘর করার পর বৃদ্ধা শাহবানুকে তালাক দিয়ে ২০ বৎসরের এক যুবতীকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আসে। ক্রিকেট তারকা আজাহরউদ্দীন ৪ ছেলেমেয়ে সহ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে হিন্দু সঙ্গীতা বিজলানীকে বিয়ে করে নিয়েছে। শর্মিলা ঠাকুরের (আয়েশা সুলতানা) পুত্র সইফ আলী খান অমৃতা সিংকে তালাক দিয়ে করিসমা কাপুরকে পাকড়াও করেছেন। পাক ক্রিকেট অধিনায়ক ইমরান

খান তার স্ত্রী জেমাইমা কে তালাক দিয়ে দেন। বিয়ের সময় জেমাইমা খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম কবুল করে, নাম হয় হাইকা।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক আদর্শ নারী "নভেম্বর ২০০২ সংখ্যায় জনৈক আব্দুল কুদ্দুস হবিগঞ্জ থেকে প্রশ্ন করেছে "আমাদের গ্রামে এক ছেলে এক মেয়েকে ধর্মের মা ডেকেছে। এর কিছুদিন পরেই উক্ত ছেলে সেই মেয়েকে বিবাহ করে নিয়েছে। শরীয়ত মতে উক্ত ছেলে মেয়ে বিবাহ সহীহ হয়েছে ?

জওয়াব ঃ হ্যাঁ সহীহ হয়েছে। কারণ ধর্মের মা প্রকৃত মায়ের হুকুমে হয় না। আর স্ত্রীর বয়স স্বামীর বয়স থেকে বেশী হলে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা নেই (হাওয়ালা; সুরাহ গিয়া ২৪ সুরাহ আহয়াব ৪-৫)।

কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না। কুকুরের লেজ ১২ বৎসর চুঙ্গার মধ্যে পুরে রাখলেও সোজা হয় না। এদেশের কোন একটি হিন্দু ধর্মীয় সংস্থা যাদের অনেক স্কুল কলেজ আছে সেখানে এক মুসলমান ছাত্র ক্লাস ফাইভ থেকে গ্র্যাজুয়েট পর্যন্ত ১৫ বৎসর পড়াশোনা শেষ করে সেই সংস্থার সন্ন্যাস জীবন গ্রহণের ইচ্ছে প্রকাশ করেন। এই সংস্থায় ১২ বৎসর ব্রহ্মচারী থাকার পর সন্ন্যাস প্রাপ্ত হয়ে গেরুয়াধারী স্বামী ... ... নন্দ হওয়ার পরও কয়েক বৎসর অতিবাহিত করার পর সংস্থার পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের জনৈক হিন্দু মহিলা লাইব্রেরিয়ানকে নিয়ে পলায়ন করেন।

ছুন্নৎ ঃ এটা সর্বজন বিদিত যে মুসলমান ছেলেদেরকে ৭/৮ বৎসর বয়সে ক্ষতনা (ছুন্নৎ) যৌনাঙ্গের ত্বকচ্ছেদ করা হয়। কোন কোন মুসলিম দেশে অশিক্ষিত গ্রাম্য মহিলাদ্বারা ৭/৮ বৎসরের মেয়েদেরকেও ক্ষতনা করানোর প্রথার প্রচলন আছে। ফলে অনেক মেয়েই অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে অথবা সেপটিক হয়ে মারা যায়। এই সম্বন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি, "মুসলমান মেয়েদের ভগাঙ্কুর কর্তন ও তিনবার তালাক উচ্চারণে বিবাহ বিচ্ছেদের বিধানকে আমি বর্বরোচিত মনে করি।" এবার কি মৌলবাদী মুসলমানরা বই মেলায় রবীন্দ্রনাথের বই বিক্রির উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করবে? যেমন ফতোয়া দিয়েছিলেন বই মেলায় তসলিমার বই বিক্রি করা চলবে না।

বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের এক দশমাংশ, যার মোট আয়তন ৫০৯৩ বর্গমাইল। এই অঞ্চলের ৯৯ শতাংশ মানুষ ছিল জুম্ব (চাকমা) আদিবাসী, ধর্মে তারা ছিল বৌদ্ধ। স্বাধীনতার পর থেকেই মুসলমানদের অকথ্য অত্যাচারের ফলে বর্তমানে তাদের সংখ্যা ত্রিশ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই পাক সরকার অত্যন্ত কৌশলে চাকমা বৌদ্ধদেরকে উচ্ছেদ করে ঐ অঞ্চল মুসলমান প্রধান অঞ্চলে পরিণত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সরকারী মদতে মুসলমান প্রবেশ করিয়ে নারী ধর্ষণ, বলপূর্বক বিবাহ, জমি দখল, নরহত্যা ইত্যাদি চালিয়ে যেতে থাকে। থানায় রিপোর্ট করেও কোন প্রতিকার পাওয়া যায় নাই। এইভাবে ২৪ বৎসর (৪৭-৭১) পাক সরকারের অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতে হয়।

এরপর ১৯৭১-এ যখন পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তি সংগ্রাম আরম্ভ হয়, চাকমা বৌদ্ধরা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে। বহু চাকমা যুবক তাদের জীবন বিসর্জন দেন। এখানে উল্লেখ্য যে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় মৃগাঙ্ক চাকমা নামে এক যুবক মেজর জিয়াকে (খালেদা জিয়ার স্বামী) কাঁধে করে কমল ছড়ির চেঙ্গী নদী পার করে দিয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র কয়েক বৎসর পরে ১৯৮৭ সালে জিয়ার সেনাবাহিনী মৃগাঙ্ক চাকমা কে তার মা বাবার সামনেই গুলি করে হত্যা করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে সাংসদ মানবেন্দ্র চাকমার নেতৃত্বে ১২ জনের এক প্রতিনিধিদল সেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে যান এবং তাকে এক স্মারক লিপি দেন। মুজিব প্রতিনিধিদের বসতে পর্যন্ত বলেন নি। স্মারক লিপি হাতে নিয়েই তা না পড়ে সেটা মানবেন্দ্র চাকমার দিকে ছুড়ে মারেন। মুজিবের অফিসে এই মিটিং-এর স্থায়িত্ব হয়েছিল ৩ থেকে ৪ মিনিট। মুজিব তাদেরকে বলেন, তোমরা তোমাদের জাতীয় পরিচয় ভুলে যাও এবং বাঙ্গালী হয়ে যাও। তিনি আরো বলেন, "বাঙ্গালী মুসলমানরা পার্বত্য চট্টগ্রাম ছেয়ে ফেলবে। অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল পরবর্তী সময় এক বিবরণে বলেছেন। মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর ব্যাপক হারে সেনা তৎপরতা শুরু হয়। সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, পুলিশ যৌথভাবে উপজাতীয় গ্রামগুলির উপর আক্রমণ চালায়। এতে কয়েক হাজার নারী, পুরুষ এবং শিশু নিহত হয়। এবং বহু যুবতী অপহৃত হয়। মেয়েদের স্কুলে

অভিভাবকদের ডেকে এনে সেনা অফিসাররা বলে তোমরা যদি এর প্রতিবাদ কর তবে প্রত্যেক ছাত্রীকে ধর্ষণ করে তাদের পেটে একটা করে মমিন মুসলমানদের বাচ্চা পয়দা করে দেওয়া হবে। মুজিবের মৃত্যুর পর জিয়াউর রহমানের আমলে বন্যার স্রোতের মত বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশ ঘটে। ১৯৭৯ সালের প্রথম দিকে জিয়া জেলে বন্দী দাগী আসামী চোর, ডাকাত, খুনী জলদস্যুদের জেল থেকে ছেড়ে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপনে উৎসাহিত করেন। এইসব চোর, ডাকাত, গুন্ডা, বদমাসরা কয়েকদিনের মধ্যেই লম্বা লম্বা দাড়ী রেখে টুপী পরে লম্বা ২২ বোতামের ইসলামী জুব্বা গাঁয়ে চাপিয়ে মোল্লা মৌলনা ইমাম সেজে ৫৬টি মুসলিম দেশের আর্থিক সহায়তায় মসজিদ তৈরী করে ঐসব মসজিদের ইমাম-মোয়াজ্জিন হয়ে যায়। এবং ঐ অঞ্চলের চাকমা পুরুষদের হত্যা করে নারী এবং শিশুদের ধর্মান্তরিত করে, বিবাহ করে ইসলাম চাষাবাদ আরম্ভ করে। মুসলমান অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেতে অনেকে গভীর জঙ্গলে চলে যায় এবং যেখানে হিংস্র জানোয়ারের আক্রমণে নিহত হয়। ঐ সময়ের একটা রিপোর্টে দেখা যায় শুধুমাত্র হালুয়া ঘাট ও পিনাই গতি থানায় এক রাত্রে ১২২ ট্রাক বোঝাই বহিরাগত মুসলমানকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সেনাবাহিনী এবং বর্বর মুসলমানদের অত্যাচারের যেসব কাহিনী আমার কাছে আছে তা লিখলে একটা মোটা বই-এর আকার ধারণ করবে। এখানে দুই-একটা উদাহরণ দিচ্ছি। একদিন এক হিন্দু স্কুল শিক্ষকের গৃহে এক সেনা অফিসার প্রবেশ করে তাকে বেঁধে রেখে তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করে। ঐ দৃশ্য দেখে ঐ শিক্ষক জ্ঞান হারান। ২০০৪ সালের ৬ থেকে ১০ অক্টরোর দিল্লীতে এক মানবাধিকার সংস্থার কনফারেন্সে যোগ দিতে গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত ভারতে শরণার্থী চাকমাদের সাথে আমার দেখা হয়। তাদের বিবরণ অনুসারে বহিরাগত মুসলমানরা চাকমাদের ঘরে ঢুকে পুরুষদের মধ্যে যাদের বয়স ১০ বৎসরের উর্দ্ধে তাদেরকে হত্যা করে মহিলাদেরকে ধর্মান্তরিত করে বিবাহ করে নেয় এমনকি মাতা এবং তার গর্ভজাত কুমারী কন্যাকে একই বর্বর মুসলমান দখল করে নেয় এবং রাত্রে

একই বিছানায় তার সাথে মাতা এবং তার কন্যাকে শুতে বাধ্য করা হয়।

পূর্ব প্রকাশিত ও. বি. সি. সংবাদ লেখক রবীন্দ্রনাথ দত্ত

৭১২ খৃষ্টাব্দে যে বর্বতার শুরু প্রায় হাজার বছর ধরে ১৭৫৭ খৃঃ তার সমাপ্তি। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, মুসলমান আক্রমণের সময় ভারতে ৬০ কোটি হিন্দু ছিল। ইংরেজ ভারত দখল করার সময় হিন্দুর সংখ্যা ছিল মাত্র ২০ কোটি। তাহলে বাকী ৪০ কোটি হিন্দু গেল কোথায়? বলাই বাহুল্য এরা কোতল হয়েছে? অথবা লাখে লাখে হিন্দুনারী, শিশু মধ্য প্রাচ্যে চালান হয়েছে ক্রীতদাস হিসাবে। নামমাত্র মূল্যে বিক্রি হয়েছে।

চিতোর গড়ের রাণী পদ্মিনীর কথা আজও চিতোরের আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়ায়। বরাবর মুঘল আক্রমণে অস্থির হয়ে উঠে চিতোর। আলাউদ্দিন খিলজীর হাতে থেকে বাঁচতে পদ্মিনীর জহর ব্রত গ্রহণ চিতোরের ইতিহাসে এক করুণ কাহিনী।

নাটোরের রাণী ভবানীর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁর একমাত্র সুন্দরী কন্যা খুব অল্প বয়সে বিধবা হন, ঐ সময় লম্পট দুশ্চরিত্র নবাব সিরাজউদ্‌দৌল্লা রাণীর কন্যা তারাদেবীকে অপহরণ করার জন্য বড়নগরে লোকজন পাঠান। সিরাজের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রাণী ভবানী তাঁরে কন্যাসহ কাশী চলে যান।

The Mohammedan conquest of India is probably the bloodiest story of history. মুসলমানদের ভারত বিজয় সম্ভবতঃ ইতিহাসের রক্তাক্ততম অধ্যায় লিখেছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক **Will Durant** তার গ্রন্থ **The Story of Civilization**-এ

৭১২ খৃঃ মঃ বিন কাশিম হিন্দুরাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধু প্রদেশ দখল করেন। দাহিরের মৃত্যু ঘটলে রাণী পরম বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে জয়ের সম্ভাবনা না দেখে জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জন দেন। সিন্ধু জয়ের পর মঃ বিন কাশিম ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজকে লেখেন "পৌত্তলিকদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছে নয়তো হত্যা করা হয়েছে। তাদের মন্দিরগুলো ধ্বংস করা হয়েছে। ৬০০০ হিন্দুকে হত্যা করে এক লক্ষ হিন্দুকে ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়েছে। ৩০ হাজার হিন্দু রমনীকে নৃসংসভাবে অত্যাচার করার

পর ক্রীতদাস হিসাবে বাগদাদে প্রেরণ করা হয়েছে।" দাহিরের দুই কন্যা পরিমল দেবী ও সুরজ দেবীকে উপঢৌকন হিসাবে বাগদাদে হাজ্জাজের কাছে পাঠানো হয়। পরে দুই কন্যাকে ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে মরুভূমির উপর দিয়ে ছোটান হয়।

১৯৪৬ সালে নোয়াখালীতে হিন্দু নিধনের পর মিস্টার এডওয়ার্ড স্কিপার সিম্পসন আই.সি.এস. সরকার কর্তৃক তদন্তের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি তার রিপোর্ট লিখেছেন, "প্রামাণ্য সূত্র থেকে একথাই বোঝা যাচ্ছে যে এক এলাকায় তিন শতেরও বেশি এবং অপর এক এলাকায় চার শতেরও বেশি অসহায় রমণীকে ধর্ষণ করা হয়েছে।

তারিক আলী তার বিখ্যাত গ্রন্থ Can Pakistan Survive বইতে লিখেছেন ১৯৬০ সালে জামাতে উলেমায়ে হিন্দ-এর এক নেতা বলেছেন, "ভারতে হিন্দু নেতা ও বিদ্বানদের যা অবস্থা তাতে ওরাই এটাকে মুসলিম রাষ্ট্র বানিয়ে দেবে। আমাদের বিশেষ চেষ্টা না করলেও চলবে।

সৎমাকে নিকাহ (বিবাহ) ছেলের

পরিবারে অভাব, তাই মজফ্ফর নগরের ১৪ সন্তানের পিতা হাসিম কাজের সন্ধানে মীরাট গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে নিজের সৎমা রুকসানাকে (৪২) বিয়ে করে ফেলে হাসিমের প্রথম পক্ষের ছেলে শওকিন। বেশ কয়েক বছর আগে হাসিম তাঁর জনৈকা আত্মীয়ের বিধবা স্ত্রী রুকসানাকে বিয়ে করেছিলেন। সেই সময় ৮ সন্তানের জননী রুকসানা। আর হাসিমের প্রথম পক্ষের সন্তান শওকিনের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং তারা বিয়ে করে ফেলে। বাড়ি ফিরে এর প্রতিবাদ করায় শওকিন প্রচণ্ড মারধর করে বাবাকে। তার মতে ভালবাসা কোনও বাধা মানে না। আমাদের সম্পর্ক পবিত্র। শওকিনের বিরুদ্ধে শরিয়ত আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

— দৈঃ স্টেঃ ম্যান ১২-৬-২০০৭

দিল্লীর জনৈক আইনজীবী শ্রীকেতন দত্ত কর্তৃক বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী-দেরকে এ দেশ থেকে বিতাড়নের পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লী হাইকোর্ট বারবার তীব্র ভৎর্সনা করার পরও দিল্লীর কংগ্রেস সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার নানা অজুহাতে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী বিতাড়নের কোন ব্যবস্থাই করেননি। বরং কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শিবরাজ পাতিল বলেছেন যে "মানবিক কারণেও ঘাড় ধাক্কা দিয়ে প্রতিদিন অনুপ্রবেশকারী তাড়ানো সম্ভব নয়।" (আঃ বাঃ পত্রিকা ১৭-৫-০৫) মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদেরকে মানবিকতা এবং অনুকম্পা দেখাতে গিয়ে আরাকান নামব একটি বৌদ্ধ রাজ্য কিভাবে একটি সম্পূর্ণ মুসলিম রাজ্যে পরিণত হয়েছে, তার বিবরণ দিচ্ছি। বর্তমান বাংলাদেশের চট্টাগ্রামের দক্ষিণ- পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত আরাকান রাজ্য মায়ানমারের অন্তর্গত একটি রাজ্য। এই রাজ্যের রাজারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ওখানে তারাই প্রথম বৌদ্ধ মূর্তি এবং পেগোডো স্থাপন করেন।

আরাকানে প্রথম মুসলিম বসতি স্থাপন হয় চন্দ্র রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা মহৎ ইঙ্গ চন্দ্রের রাজত্বকালে। আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস "বাজোয়াং" সূত্রে জানা যায়, রাজা মহৎ ইঙ্গচন্দ্রের (৭৮৮-৮১০) রাজত্বের শেষ দিকে আরাকানের নিকটবর্তী রামরী দ্বীপে আরব জলদস্যুদের একটি বাণিজ্য জাহাজ ডুবে যায়। তাতে অধিকাংশ নাবিক জলে ডুবে মারা যায়। যে কয়জন জীবিত ছিল তারা আরাকানে এসে উপস্থিত হয়। রাজার সৈন্য সামন্তরা তাদেরকে বন্দী করে রাজদরবারে উপস্থিত করার পর রাজা তাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাদেরকে স্বীয় রাজ্যে বসবাসের অনুমতি দেন। রাজার অনুমতি প্রাপ্ত এই সকল আরব জলদস্যুই আরাকানের বসতি স্থাপনকারী প্রথম মুসলিম জনগোষ্ঠী। পরবর্তীকালে তারা স্থানীয় রমণীদেরকে বিবাহ করে ইসলাম চাষাবাদ আরম্ভ করে। এরপর খ্রিষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আরাকানে অভাবনীয় ভাবে মুসলমান অনুপ্রবেশ পরিলক্ষিত হয় এবং মুসলমান প্রভাবিত নবযুগের সূচনা হয়। ধীরে ধীরে আরাকানে মুসলিম অত্যাচার, নারী ধর্ষণ, বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণ বৃদ্ধি পেতে থাকে, মুসলমানদের চাপে এবং অকথ্য অত্যাচারের ফলে আরাকান রাজারা নিজেদের বৌদ্ধ নামের পাশাপাশি মুসলমান নামও গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। মুদ্রার এক পিঠে বৌদ্ধ নাম ও পদবী আর পিঠে আরবীতে মুসলিম নাম ও উপাধি ও কলেমা উৎকীর্ন করার প্রথা চালু করতে বাধ্য হন। ১৪৩০ খৃঃ আরাকানের লিঙ্গায়েত বংশের শেষ রাজা মিনসুরাম ওরফে নরমখিলা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে সুলেমান শাহ নাম গ্রহণ করে লেম্র নদীর তীরে রাজধানী স্থাপন করে একটি বৃহদাকার মসজিদ নির্মাণ করেন, যা সান্দিকান মসজিদ নামে খ্যাত।

এখানে ইসলামী বর্বরতার কয়েকটি সংবাদ উদ্ধৃত করা হল

১। প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিতা মহিলাদের কোতল (হত্যা) করার আগে তাদের ধর্ষণ করতে হবে। ইরানের মৌলবাদীরা এই ফতোয়া জারি করেছে। মৌলীবাদীদের যুক্তি কুমারী মেয়েদের কোতল করা হলে তারা বেহেস্তে (স্বর্গে) যাবে। সেটা যাতে না হয় সেজন্য তাদের কৌমার্য হরণের বিধান দিয়েছে মৌলবীরা।

(আঃ বাঃ পত্রিকা ৪-৪-৯৫)

২। নাইজেরিয়ার রাজধানী আবুজায় আমিনা লাওয়াল নামে এক মহিলাকে ব্যভিচারের অভিযোগে পাথর ছুড়ে মারা হয়। (কালান্তর, ১৪-১১-০২)

৩। অশ্লীল ছবিতে অভিনয় করার জন্য ইরানে এক অভিনেত্রীকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হয়েছে। (আঃ বাঃ পঃ ২২-০৫-০১)

৪। বিয়ের আগে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য মুসলিম শরিয়ত আইনে নাইজেরিয়ার সফিয়া হুসেনী নামে এক মহিলাকে মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে।

(আঃ বাঃ পঃ ২৪-১১-০১)

৫। প্রকাশ্যে চুমু খাওয়ার শাস্তি হিসেবে ইরানের এক চলচ্চিত্র অভিনেত্রীকে ৭৪ ঘা চাবুক মারার নির্দেশ দিয়েছে ইসলামী কট্টর পন্থীরা।

(আঃ বাঃ পঃ২৩-৪-০৩)

৬। অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগে পাকিস্তানের ইসলামী আদালত এক মহিলাকে মৃত্যু দন্ডে দণ্ডিত করিয়াছে। তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হবে। দোষী সাব্যস্ত হওয়া জাফ্‌রাণ বিবি (২৫) পাকিস্তানের একটি জেলে শিশু কন্যাকে নিয়ে সম্পূর্ণ একা। এই শিশুটির জন্ম দেওয়াই তার "অপরাধ"। জাফরাণের অভিযোগ তার দেবর তাকে ধর্ষণ করার ফলে এই শিশুটির জন্ম।

(আঃ বাঃ পঃ ২৬-০৪-০২)

৭। অসতী ষোড়শীর ফাঁসি, ধর্ষক পেল ৯৫ ঘা নেকা (বেত)। শরিয়ত আদালত শুনতে চায়নি ১৬ বৎসর বয়স্কা আতেফার ধর্ষিত হওয়ার ঘটনা। তাদের চোখে সেটা সতীত্বের অবমাননা। তাই চিৎকার করে সে ছুঁড়ে ফেলে দেয় বোরখা। ২০০৪ সালের ১৫ই আগষ্ট জনসমক্ষে ফাঁসি হয় আতেফার।

৫১ বছরের আলী দরাবির সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে সে। তবে তাতে আতেফার সম্মতি ছিল না। লজ্জায় ও ভয়ে সে কাউকে কিছু বলতে পারেনি। ইসলামী আদালতের মতে পুরুষরা কোন ভূল করতে পারে না। তাই ইরানের ধর্মীয় আলাদত ধর্ষককে দেয় ৯৫ ঘা বেত আর ধর্ষিতাকে দেয় জনসমক্ষে ফাঁসি। (আ. বা. পত্রিকা ১৪-৮-০৬)

৮। খড়দার (উঃ ২৪ পরগণা) সাবিনা এবং রেসাদুল এর বিয়ের আসরে বরযাত্রীদের অসভ্য আচরণের প্রতিবাদ করায় রেসাদুল সাবিনাকে তালাক দিয়ে চলে যায়। পাত্রীপক্ষের অভিযোগ বরযাত্রীদের পাতে ১০/১৫ টা রসগোল্লা থাকা সত্ত্বেও তারা আরো রসগোল্লা চায়। পাত্রী পক্ষ বলে পাতেরগুলো শেষ হয়ে গেলে আবার দেওয়া হবে তাতে তারা গোলমাল শুরু করে। (ই. টিভি. নিউজ ১৩.৭.০৬)

৯। মুর্শিদাবাদের ডোমকলের জুড়ানপুর গ্রামের ৬০ বছরের বৃদ্ধ গোলাম রসুল দিন পনেরো আগে বিয়ে করেছেন তার ভাগ্নী রহিমা বিবির কন্যা সপ্তমশ্রেণীর ছাত্রী মেরিনাকে। রসুল বলেন, "আমি মৌলবী মাওলানাদের জানিয়েই এই বিবাহ করিয়া ছিলাম। রসুলের প্রথমা স্ত্রী হোসেনারা বেগম বলেন আমাদের প্রায় ৪০ বৎসর বিয়ে হয়েছে কিন্তু কোন সন্তান নেই তাই এই বিয়েতে মত দিয়েছি। মেরিনার মা রহিমার কথায় গ্রামের মৌলবী আমিরুল সেখ এই বিবাহ বৈধ বলেছেন বলেই মামার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছি। মামা আমাকে ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছে তাই মামার কথা ফেলতে পরিনি।

(আ. বা. পত্রিকা ২৬-৯-২০০৫)

১০। জমিরুদ্দিন বাড়ী নদীয়া জেলার ধুবুলিয়া নতুন পাড়া, টিউবওয়েল বসানোর হেডমিস্ত্রি, ধর্মপালনের দায় নেই। তা না থাকলেও পশ্চিম দিকে মুখ করে কখনও পেচ্ছাপ করে না। এতে নাকি গুনাহ (পাপ) হয়। ওদিকেই কাবা মসজিদ। তার নীচে শায়িত দ্বীন দুনিয়ার নবি হজরত মহম্মদ (দঃ) ওদিকে মুখ করে প্রসাব করবেন না মুসলমানভাই, করলে নবিজির অভিশাপে সিফিলিজ গনোরিয়া হবে। লিঙ্গ খসে যাবে। ছোটবেলায় কবে যে এমন অনুশাসন শুনেছিল তা এখন মনে নেই জমিরুদ্দিনের।

বই-এর নাম পঃ বঙ্গের মুসলমান সমাজ ও জীবনের গল্প।

"আজো বহুল পরিমাণে মুসলমান যুবক হিন্দু মহিলাকে বিবাহ করছেন। এতো অতি সুখের খবর, কিন্তু স্বামীরা তাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিচ্ছেন।"

হোসেনুর রহমান, বই-এর নাম ইসলাম মৌলবাদ ও মৌলভীবাদ পৃঃ ৩৯

আকবর - যোধাবাই — মুসলমান নবাবরা অনেক রাজপুত হিন্দু কন্যাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে বিবাহ করেন। কিন্তু তাদের পরিবারের কোন মেয়েকে হিন্দুদের সাথে বিয়ে দেন নি। মুসলমানদের অনেক রাজপুত্র হিন্দুগর্ভজাত কিন্তু তারাও হিন্দুদের উপর অত্যাচারের ব্যাপারে পিছপা ছিলেন না।

ভুট্টোকে ফাঁসি দিয়ে মারার পর তার দেহ নামিয়ে এনে সেই শবদেহ উলঙ্গ করে দেখেছিলেন পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ। তারা দেখতে চেয়েছিলেন ভুট্টোর আদতে ছুন্নত (যৌনাঙ্গের ত্বকছেদ) হয়েছিল কিনা। প্রয়াত পিতার প্রতি এই অপমান জনক ব্যবহার কন্যা বেনজির কখনো ভুলতে পারেননি। কারণ ভুট্টোর মা ছিলেন হিন্দু, নাম লক্ষীবাই। বিয়ের সময় ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ে নাম হয় খুরসিদ বেগম। মা যেহেতু হিন্দু ছিলেন সেই কারণেই মৃত্যুর পরেও দেহ নিয়ে সামরিক সরকার এই জঘন্য অপমান জনক ব্যবহার করেছিল।

কবিগুরু বলেছেন— শক-হুনদল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন। আমার মতে পাঠান-মোগল এক দেহে লীন হলে দেশ ভাগ হতো না।

জেহাদীদের মতে অমুসলমান নারীদের ধর্ষণ করা পবিত্র ইসলাম ধর্ম মতে জায়েজ (ধর্মসম্মত)

বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে সমস্ত প্রফেসান ভিত্তিকছাত্রদের বিশেষ ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। যথা কম্প্যুটার-এর বিভিন্ন শাখা, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি, এমন কি চোর ডাকাত পকেটমারদেরও ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা আছে। যৌবনের প্রারম্ভে বিহারের কোন এক কুখ্যাত জেলে বন্দী থাকার সৌভাগ্য/দুর্ভাগ্য আমার হয়েছিল। সেখানে পকেটমার বন্দীদের নিকট শুনেছি তাঁদেরও ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা আছে। যথা

কচি লাউ-এর উপর জলেভেজা আদ্দির কাপড় পেতে দেওয়া হয়। ব্লেড দিয়ে আদ্দির কাপড়টা এমনভাবে কেটে দিতে হবে যাতে লাউ-এর গায়ে ব্লেডের আঁচড় না লাগে। যে পকেটমার শিক্ষার্থী এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন, তিনি প্রথম বিভাগে পাশ বলে বিবেচিত হবে।

এবার গৌরচন্দ্রিকা শেষ করে আসল কথায় আসা যাক। আমাদের প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশে ইসলামী জেহাদী ও ধর্ষণকারী শিক্ষার্থীদের ট্রেনিং স্কুলের কিছু তথ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ হুমায়ুন আজাদ তাঁর বই "পাক সার জমিন সাদ বাদ" বইতে উল্লেখ করেছেন, তিনি জেহদী এবং ধর্ষক ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষকদের বক্তৃতাগুলি অতি সংগোপনে সংগ্রহ করে তার বইতে প্রকাশ করেছেন। যার পুরস্কার স্বরূপ তাকে ইসলামী জেহাদীদের ছুরিকাঘাতে গত ২৭/১/২০০৪-এ জামনীতে প্রাণ দিতে হয়েছে। অর্থাৎ পবিত্র কোরাণ শরীফের নির্দেশ মত খোদার বান্দারা তাকে দোজকে (নরকে) প্রেরণ করেছে। এবার এই বই থেকে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে জিহাদ শিক্ষকদের বক্তৃতাগুলোর কিছু অংশ তুলে ধরছি—

আমরা ইসলামি জিহাদে বিশ্বাস করি, সব মুসলমানের জন্য এটা ফরজ। আমরা বিশ্বাস করি যতোদিন না পৃথিবীর সমস্ত কাফের (মূর্তি পূজক হিন্দু) ইসলামে ইমান আনবে, ততোদিন আমাদের জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে, জিহাদ পরম রাহমানির রাহিম আল্লার নির্দেশ, তা আমরা হরফে হরফে পালন করবো, নিজেদের বুকের খুন দিয়ে। কাফেরদের বুকের খুন নিয়ে। আমরা কোন ভণ্ডামোতে বিশ্বাস করি না, ভণ্ডামো হচ্ছে নাহারাদের, মালাউনদের ধর্ম ও কর্ম, তবে অনেক ভণ্ড আছে, যারা মুসলমানদের ছদ্মবেশ পরে আছে। তারা মহান আল্লার বাণীর ব্যাখ্যা দেয় শয়তানদের মতো— তারা শয়তান, তারা শয়তানের ছহবতে উৎপন্ন, তারা বলে ইছলামে আর গণতন্ত্রে কোনো বিরোধ নাই। যারা একথা বলে তারা কাফের, তারা মুরতাদ।

ইছলাম হচ্ছে আল্লার গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র নামের খানকিবৃত্তি হচ্ছে কাফেরদের, নাছারাদের ইহুদিদের, খ্রিষ্টানদের। কাফেরদের ধ্বংস করা হচ্ছে রাহমানির রাহিম আল্লতালার অকাট্য নির্দেশ। ধ্বংস করতে হবে নিরন্তর, নিদ্রাহীন, বিরামহীন জিহাদের মাধ্যমে। আল্লারছুলের বাণী ঠিক বুঝেছিলেন

হজরত আবুআলা মওদুরি ও আয়াতুল্লা রুহুল্লা খোমেনি, বেহেস্তে তাঁরা শ্রেষ্ঠ স্থান পাবেন। পরে আমি ইসলামের পবিত্র কিতাব পড়ে বুঝতে পারি আমি কাফের হয়ে গিয়েছিলাম। মূরতাদ হয়ে গিয়েছিলাম, চরম ভুলপথে চলে গিয়েছিলাম, আমি এখন পাক হয়ে উঠি, জিহাদি হয়ে উঠি, আমি জোশ বোধ করি, গোলগাল দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে আমার ঘেন্না লাগে। আল্লাতালার দুনিয়ায় এখনো এতো কাফের এতো নাছাড়া, এতো মালউন (বিধর্মী হিন্দু)। অথচ আল্লাতালা চৌদ্দ-শ বছর আগে নির্দেশ দিয়েছেন জিহাদের, আয়াতুল্লা রুহুল্লা খোনিমেমণি বলেছেন, জিহাদ সমস্ত মুছলমাদের জন্যে ফরজ (মহা পুণ্যের কাজ) (পৃঃ ৯)

জিহাদ করে সারা দুনিয়ায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যাতে সব দেশের সব মানুষ ইসলাম মেনে চলে, কেন ইসলাম সারা দুনিয়া জয় করতে চায়? তা বোঝার জন্য ইসলামের কিতাবগুলো পড়তে হবে, দিলে সেগুলোকে স্থির করে রাখতে হবে। জিহাদ ইসলামের মর্মবাণী, যারা ইসলামের কিছুই জানে না, তারাই বলে যে ইসলাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে, তারা মুর্খ, তারা ভণ্ড, তারা হারামখোর, আয়াতুল্লা রুহুল্লা, খোমানি বলেছেন, ইসলাম বলে সব কাফেরকে কোতল (হত্যা) করো। তাদের বুকে তুলোয়ার ঢুকিয়ে দাও, তাদের ছিন্ন ভিন্ন করো। মানুষকে তলোয়ার ছাড়া বশে আনা যায় না, তাই তলোয়ার দরকার। তলোয়ার হচ্ছে বেহেশতের (স্বর্গের) চাবি, (পৃঃ ১০)

আমরা জানি খুন ছাড়া মহাসত্য কখনোই প্রতিষ্ঠিত হয় না। আমরা বিছমিল্লা বলে খুন করি, বলি, হে আল্লা রহমানের রাহিম আপনার নামে খুন করিতেছি, আমাদিগকে বেহেশতে নছিব করিবেন। আর যদি ভুল খুন করি, তাহলে আমাদিগকে মাফ করিয়া দিবেন। দেশ মুরতাদ ও ইহুদিতে ভরে গেছে, দেশ নাপাক হয়ে গেছে, একে আবার পাক করে তুলতে হবে। পাক পবিত্র স্থানকে ফিরিয়ে আনতে হবে। স্থান নেই বলে আমাদের দিলে শান্তি নেই, আমরা সব সময় পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখি। (পৃঃ ১১) দুই নম্বর নেতা, আলহজ মওলানা রহিমুদ্দিন রসুলপুরি বললেন, অই চ্যাডের (পুরুষের যৌনাঙ্গ) না সোনার বাংলা গানডাও বন্ধ করতে অইব, অইডা শোনলে আমার কইলজা থিকা খুন বাইর হয়। মালউনের গান অইডা, অইডারে বদলাইতে হইব।

সেইখানে আল্লার রহমতে আবার আসবে 'পাক সার জমিন সাদ বাদ'। (পৃঃ ২) বোজলা ইসলামের নামে খুন করলে পাপ নাই, আর ইহা খুন না, ইহা হইল কাফের সরাইয়া আল্লার রাজ্য স্থাপন, তাইলে জান্নাতুল ফেরদাউছ (স্বর্গসুখ) পাওয়া যাইব। সেইখানে হুরদের (সুন্দরী কুমারী) লগে দিনরাইত ছহবত (যৌনক্রিয়া) করতে পারবা। ইসলামের জন্যই একেকটা কাফের (হিন্দু) মারবা একেকটা হুর পাইবা, সোভানাল্লা, মূরতাদগো খুন করলে জান্নাতুল ফেরদাউছ পাইবা, সেখানে হুরদের সঙ্গে শরাবন তহুরা (মদ্য) খাইয়া রাইত দিন কাটাইবা, সেইখানে ছহবত আর ছহবত করবা, দুনিয়ার ছহবতের থিকা অই ছহবত ৭০ কোটি গুণ মিঠা, সোভানাল্লা, সেইখানে তোমাগো জইন্য আছে গেলমান, কচি পোলা, তাগোও তোমরা পাইবা, কচি, পোলার স্বাদের কোন তুলনা নাই, সোভানাল্লা, এই দুনিয়ার মালাউন মাইয়াগো জেনা (ধর্ষণ) করলে দোষ নাই, গুনাহ নাই। তারা হইল গনিমতের (লুটের) মাল এই বয়সে তোমাগে ছহবত করনের দরকার মালউনগে মাইয়াগো লগে করবা। তাইতে গুনাহ নাই সোভানাল্লা মালাউনগো দ্যাশ থিকা খ্যাদাইয়া দিতে হইব। (পৃঃ ১৪)

জিহাদিদের একটি মহান গুণ হচ্ছে তারা মালাউন মেয়ে পছন্দ করে। মালাউন মেয়েগুলোর গন্ধ আমার ভালো লাগে। ব্রাহ্মণ হোক আর চাঁড়াল হোক আর কৈবর্ত, যাই হোক ওগুলোর গন্ধ ভালো, একটা তীব্র প্রচণ্ড দমবন্ধ করা মহা পার্থিব গন্ধ ছুটে আসে ওদের স্তন থেকে, বগলের পশম থেকে, উরু থেকে, ওদের কুঁচকির ঘামেও অদ্ভুত সুগন্ধ। (পৃঃ ২০)

আমি বলেছিলাম, হাত দিয়ে দ্যাখো তোমাদের দুই রানের মাঝখানে কি আছে? কি ঝুলছে, তারা হাত দিয়ে দৃঢ় দণ্ড অনুভব করে শরম পায়, সেটি ঝুলছিল না, দাঁড়িয়ে ছিল কুতুবমিনারের মতো। আমি জিজ্ঞেস করি কি আছে ওখানে? ওরা বলে হুজুর আমাগো লিঙ্গ। আমি বলি ওটি লিঙ্গ নয়। পিস্তল এম-১৬, ওইটা খোদার দেওয়া পিস্তল এম-১৬, ওইটা চালাতে হইবো মালাউন মেয়েগুলোর পেটে, মমিন মুছলমান ঢুকিয়ে দিতে হবে। জিহাদের এইটাই নিয়ম। আর মালাউনদের ঘরভরা সোনাদানা কলসিভরা টাকা, ওইগুলো নিয়ে আসতে হবে। ওরা আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিল, আল্লাহ্ আকবর,

নারায়ে তকবির। (পৃঃ ২৬) আমি তাজ্জব হই জিহদিদের পিস্তলের শক্তি দেখে, তারা একের পর এক পিস্তল চালাতে থাকে, বাপ-মা এর সামনেই, কেউ কেউ মেয়ের পর মাকে, মা-এর পর মেয়েকে পরখ করে। মেয়েটির বাবা আর মা আমার পায়ে এসে পড়ে, বলে জুহুর দশজন জিহাদি মাইয়াডার উপুর একলগে ঝাপাই পরছে। আমি বলি কিভাবে ওরা করলে আপনারা খুশি হন? মেয়েটির মা বলে, হুজুর আমার মাইয়াডার মাত্র দশ বছর। অর অহনও রক্ত দেহা দেয় নাই, ও নাবালিকা হুজুর, আমি বলি রক্তের দরকার নেই, রক্ত আমরা অনেক দেখেছি। মেয়েটির মা পায়ে পড়ে বলে মাইয়াডা মইর‍্যা যাইব হুজুর। আমি বলি, তাহলে জিহাদিরা কীভাবে উৎসব করবে? শুনে মেয়েটির মা বলে, হুজুর মাইয়াডা কচি আপনেরা একজন একজন কইরা যান। একলগে যাইয়েন না হুজুর, আমি জিহাদিদের লাইন করে দাঁড় করাই, বলি, জিহাদিরা তোমরা একজন একজন করে যাও, বেশি সময় নিও না। লাইনের প্রথম জিহাদি মোঃ আল জামিরুদ্দিনের বাড়ীতে দুটি বিবি আছে। সে এক প্রচণ্ড শক্ত পুরুষ। তার পুরুষাঙ্গ হয়তো পিস্তলের থেকেও প্রচণ্ড। সে নিজেই মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটি দণ্ডায়মান পুরুষাঙ্গ, তার ভাগ্য ভালো লাইনে সে প্রথম। সেই প্রথম ঢোকে, ঢোকার কিছুক্ষণ পর মেয়েটির একটি চিৎকার শুনতে পাই। মনে হয় মেয়েটির ভেতরে হয়তে একটি কামান ঢুকেছে। তারপর একের পর এক জিহাদিরা ঢুকতে ও বেরোতে থাকে। বুঝতে পারি আগে থেকেই তার টান টান ছিল, ক্ষরণে সময় লাগেনি। মেয়েটির আর কোন চিৎকার শুনিনি। মেয়েটি খুবই লক্ষ্মী। শুধু আমাদের পায়ের নিচে বসে কাঁদছিল মেয়েটির মা আর বাবা। (পৃঃ ৩০)

জিহাদি মোঃ হাফিজুদ্দিন এক অপূর্ব প্রস্তাব নিয়ে আসে আমার কাছে। সে বলে হুজুর মালাউন ছহবতে ত গুনাহ নাই। আমি বলি না, সে বলে, হুজুর আমার দিলে একটা খায়েশ (ইচ্ছা) আইচে। আমি বলি কি খায়েশ মোঃ হাফিজুদ্দিন? সে বলে, আমার খায়েশ চাইর বিবির লগে একসঙ্গে ছহবত (যৌনক্রিয়া) করুম। সে একটি ঘরে মা, দুই মেয়ে ও এক নববধূকে পেয়েছে। তাদের ঘরে আট্‌কে রেখে এসেছে আমার দোয়া নেওয়ার জন্যে। বিজয়ের ওই অপূর্ব সময়ে বাধা দেওয়া অমানবিকতা হতো, আমি বাধা দিই না। আমি

বলি, তোমার খায়েশ তুমি পূর্ণ কর। খায়েশ পূর্ণ না হলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তোমার এখন সুস্থ থাকা দরকার। তার বডিগার্ড তাকে পাহারা দেয়। সে একের পর এক মা, দুই মেয়ে ও নববধূকে ছহবত করে। খায়েশ পূর্ণ করতে ঘন্টা দুয়েক সময় নেয়। চারজনের জন্য ১২০ মিনিট বেশী সময় নেয়। যখন সে বেরিয়ে আসে দেখি সে নওজয়ান হয়ে গেছে। তবে ওই বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় দেখি বাপটিও মরদ ছেলেটি গলায় দড়ি দিয়ে আম গাছের ডালে ঝুলছে। কেউ যদি আমগাছের ডালে ঝুলে সুখ পেতে চান, তাহলে তার সুখে আমি বাধা দিতে পারি না। সকল প্রাণীর সুখে আমি বিশ্বাস করি। পরে মা, দুই মেয়ে ও নববধূটি আম গাছের ডালে ঝুলেছিলো শুনেছিলাম। তা ঝুলুক, শ্রাবনের ঝোলনে ঝোলার অভ্যাস ওদের আছে। শ্যামের সঙ্গে ঝুলে যদি ওরা পুলকিত হয় আমি কি করতে পারি। (পৃঃ ৩১) এখানে আমরা শেখাই জিহাদ। জিহাদে জ্ঞান যার আছে সেই শ্রেষ্ঠ মুছলমান। শেখাই ছোরা মারা, বোমা তৈরী, গ্রেনেড মারা, পিস্তল চালানো, রগকাটা ইত্যাদি জ্ঞান। যা ছাড়া জিহাদ সম্ভব নয়। আমরা শেখাই হোলিটেরর, ডিভাইনটেরর বেহেশতি সন্ত্রাস। (পৃঃ ৪৪) অতএব মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে হিন্দুরা কি ভয়াবহ অবস্থায় বেঁচে আছে তারই একটা চিত্র তুলে ধরেছেন হুমায়ন আজাদ তার ১১২ পৃষ্ঠার বইতে, তাঁর প্রাণের বিনিময়ে। বইটির প্রকাশক ওসমান গণি, আগামী প্রকাশনীয়, ৩৬, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০ বাংলাদেশ।

ধর্ষণকারী পিতা

নিজের দুই মেয়েকে ধর্ষণ করেছে মহঃ হাসিম নামে লাখনউ-এর এক ব্যক্তি। সে টানা তিন বৎসর ধরে দুই মেয়েকে ধর্ষণ করেছে, বড় মেয়ের ৩টি পুত্র সন্তান হয়েছে। ছোট মেয়ে ১৬ বৎসর বয়সীর, একটা পুত্র-সন্তান জন্মেছে। পরিবারের সকলেই জানে হাসিমের এই অপকীর্তির কথা। এই ছেলেগুলোকে অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডি.এন.এ পরীক্ষায় মেয়েদের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। বিচারে হাসিমের ১০ বৎসর কারাদণ্ড হয়েছে।

—আঃ বাঃ পত্রিকা ২-১০-২০০৫

* সকল প্রকার আইনি সমাধান কলিকাতা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ।

১৯৪৭। স্বাধীনতার অন্য নাম উদ্বাস্তুর মিছিল।
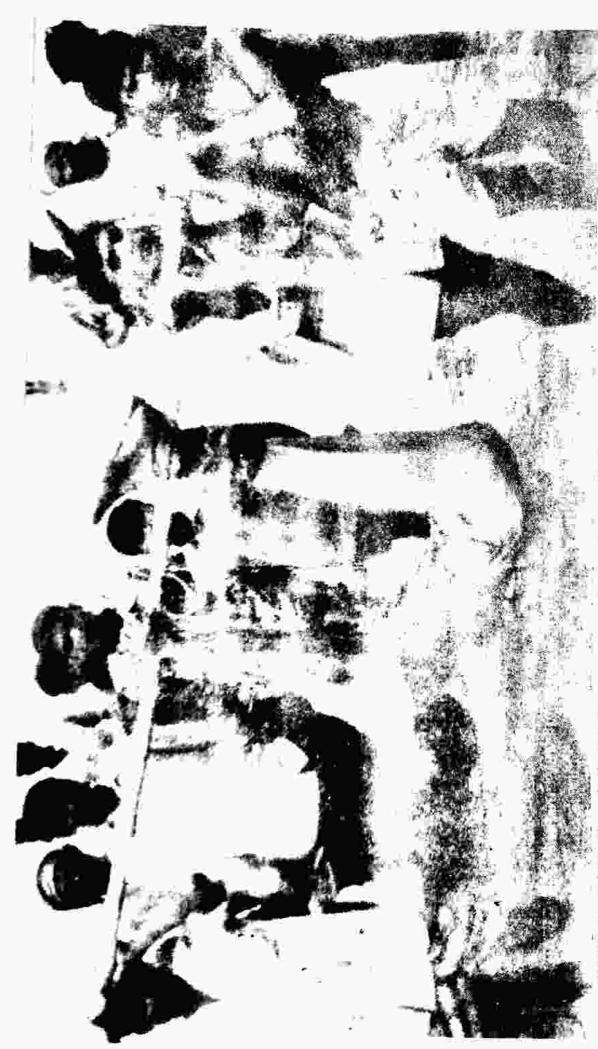
BARBARIANS. Bangladeshi villagers carry the body of a BSF soldier, killed during unprovoked firing by Bangladesh Rifles personnel, to hand it over to the BDR in Roamari village on 19th April 2001

১৯৪৬ এর ১৬ই আগস্ট কলিকাতায় মুসলীম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিনে নিহত হিন্দুদের মৃতদেহ যা শকুনেরও অরুচি ধরেছিল।

বধূকে ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত শ্বশুর

বিমান হাজরা, সাগরদিঘি

রাজমিস্ত্রির কাজে গ্রাম ছেড়ে প্রায়ই দূরদূরান্তের শহরে যেতে হয় স্বামীকে। নভেম্বরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কাজ পেয়ে দিন কয়েকের জন্য আসানসোল গিয়েছিলেন সদ্য বিবাহিতা তরুণীর স্বামী। সেই সুযোগে পুত্রবধূকে ধর্ষণ করে পঞ্চাশোর্ধ্ব শ্বশুর।

গ্রাম ফিরে বাবার 'কুকীর্তি' জেনে সামান্য মুষড়ে পড়লেও প্রতিবাদ নয়, বরং স্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'এ কথা যেন গ্রামে পাঁচ-কান না হয়।' শুধু তাই নয় স্ত্রী যাতে বাপের বাড়িতে চলে যেতে না পারেন, সে জন্য তাঁকে ঘরে তালাবন্দি করেও রেখে দিয়েছিলেন বেশ কয়েক দিন। উত্তরপ্রদেশের চরথাওল নয়, এ গ্রামের নাম ডাংরাইল। মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি এলাকার বর্ধিষ্ণু গ্রাম।

জেলা পুলিশ জানিয়েছেন, ২০০৫-এ চরথাওলের ইমরানাকে নিয়ে সারা দেশ যখন উত্তপ্ত তখন মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি এলাকার বেলখড়িয়া কিংবা পরের বছর ওই জেলারই সুতি এলাকার বালিয়াঘাটিও একই ধরনের ঘটনার সাক্ষী হয়ে রয়েছে। বালিয়াঘাটির ঘটনা এখন ঝুলে রয়েছে জঙ্গিপুর আদালতে। তবে বেলখড়িয়ার ঘটনা আদালত পর্যন্ত গড়ায়নি। গ্রামেই সালিশি করে ঘটনার ইতি টেনে দেওয়া হয়েছে।

ডাংরাইল গ্রামের বছর কুড়ির ওই তরুণী এর 'বিহিত' চান। পুলিশের কাছে স্পষ্ট বলেছেন, স্বামীর অনুপস্থিতিতে ২৪ নভেম্বর শ্বশুর মুক্তার শেখ ধর্ষণ করেন তাঁকে। ২৮ নভেম্বর স্বামী সালাম শেখ ফিরে সব শুনে তাঁকেই ঘরবন্দি করে রাখেন। সোমবার রাতে সাগরদিঘি থানা অভিযোগ পেয়েই ওই গ্রামে গিয়ে গ্রেপ্তার করে মুক্তার ও সালাম শেখকে। জেলা পুলিশ সুপার ভরতলাল মিনা বলেন, "মহিলার শ্বশুর ও স্বামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে শাশুড়ি পলাতক। তাঁরও খোঁজ চলছে।" মঙ্গলবার তাঁদের জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতের বিচারক দুজনকেই ১৪ দিনের জেল হাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

মাস ছয়েক আগে পড়শি গ্রাম শেখপাড়ার ওই তরুণীর সঙ্গে সালামের বিয়ে হয়েছিল। তিনি বলেন, "কাজের জন্য মাঝে-মধ্যেই স্বামীকে বাইরে যেত হ'ত। আর সেই সময়ে শ্বশুর নানা অছিলায় ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করতেন। স্বামী যখন আসানসোলে কাজে গিয়েছিলেন, সেই সময়ে ২৪ নভেম্বর দুপুরে একা পেয়ে আমাকে ধর্ষণ করেন শ্বশুর।" স্বামী ফেরার পরে তাঁকে জানিয়েও লাভ হয়নি। ওই তরুণীর কথায়, "আমি গ্রামের লোককে বলে দেব বলতেই আমাকে তালাবন্দি করে দিল স্বামী।" দিন কয়েক আগে সেই বন্দি-দশা থেকেই পাশের গ্রামে বাপের বাড়িতে খবর পাঠান তিনি। ছুটে আসেন তাঁর বাবা লতিফুর শেখ। রবিবার মেয়েকে বাড়ি নিয়ে যান তিনি। সোমবার তাঁকে নিয়ে থানায় আসেন। লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মুক্তার-সালামের নামে। ওই ঘটনার পরেই তরুণীর শাশুড়ি পালিয়েছেন।

লতিফুর বলেন, "খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম। পাত্রও কাজ করে ভালই আয় করে। কিন্তু মুক্তার যে মেয়ের এমন ক্ষতি করবে তা কল্পনাও করতে পারিনি।" মুক্তার অবশ্য এদিন আদালত চত্বরে পাল্টা অভিযোগ করেন, "বউমার স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়। বাজে মতলব করে এমন অভিযোগ করেছে সে।" আর বাবার পাশে দাঁড়িয়ে ছেলে সালাম বলে, "বুঝতেই পারছি না, কে সত্যি কথা বলছে। বাবা এমন কাজ করতে পারে কী করে বিশ্বাস করি?"

আনন্দবাজার পত্রিকা— ০৯.১২.০৯

সুরা ৪ (নিসা), (নিসা অর্থ স্ত্রীলোক) আয়াত ২৪
বিবাহিতা পরস্ত্রী তোমাদের কাছে নিষিদ্ধ কিন্তু যেসব বিবাহিত অমুলমান-স্ত্রীদের তোমরা জেহাদে ধরে এনেছ তারা তোমাদের জন্য বৈধ। এটা আল্লা তোমাদের বিশেষ অধিকার প্রদান করেছেন।
(মহম্মদ পিকথনের ইংরাজী কোরাণের বঙ্গানুবাদ)

দুই মেয়েকে ধর্ষণ বাবার দশ বছর জেল

লখনউ, ১ অক্টোবর ঃ নিজের দুই মেয়েকে একাধিক বার ধর্ষণ করার অপরাধে এক ব্যক্তির১০ বছর কারাদণ্ড হয়েছে। মহম্মদ হাশিম নামে ওই ব্যক্তির স্ত্রী চান, তাঁর স্বামীর হয় ফাঁসি হোক নয়তো যাবজ্জীবন জেল হোক। তাই শাস্তি বাড়ানোর জন্য আদালতে আর্জি জানাবেন তিনি। মহম্মদ কাশিম টানা তিন বছর ধরে তার দুই মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। ভয়ে মেয়েরা কেউ বাবার অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারেনি। বড় মেয়ের তিনটি পুত্র সন্তানও হয়েছে। একটি সন্তান হয়েছে ১৬ বছর বয়সী ছোট মেয়েটিরও। পরিবারের সবাই সব জানলেও হাশিমের অপরাধের কথা প্রকাশ করার সাহস ছিল না কারোরই। সহ্য করতে না পেরে গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে পুলিশের কাছে সব কথা ফাঁস করে দেয় হাশিমের ছোট মেয়ে। কিন্তু হাশিমকে সহজে পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি। ওই ব্যক্তি তার মেয়েদের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ এনে বলেছে, বসত বাড়িটি দখল করে নিতে চায় বলেই তার মেয়েরা ওই অভিযোগ এনেছে। কিন্তু ডি. এন. এ. পরীক্ষায় মেয়েদের অভিযোগ প্রমাণিত হয়। গ্রেফতার হয় ধর্ষক বাবা। অভাবী সংসারে ঠাঁই মেলেনি শিশুগুলির। তাদের অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তাং— ০১/১০/০৫ আনন্দবাজারের সৌজন্যে।

"ইসলামের সৌভ্রাতৃত্ব (মিল্লাৎ) সমগ্র মানব জাতির জন্য নয়। এ হল মুসলমানদের মধ্যে মুসলমানদের সৌভ্রাতৃত্ব। এই সৌভ্রাতৃত্বের সুফল শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যারা বাইরে তাদের জন্য আছে শুধু ঘৃণা ও শত্রুতা।"

বাবাসাহেব আম্বেদকর, *Pakistan or Partition of India*, Government of Maharastra Publication, 330.

"মানবজাতির প্রতি ইসলামের ভালবাসা এক চূড়ান্ত মিথ্যাচার। ইসলামের অস্তিত্বের মূলে রয়েছে অমুসলমানদের প্রতি ঘৃণা। অমুসলমানদের শুধু নরকের অধিবাসী বলেই ইসলাম ক্ষান্ত থাকছে না। মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে চিরস্থায়ী এক ঘৃণা ও সংঘাত বিদ্যমান রাখাই ইসলামের উদ্দেশ্য"

আনোয়ার শেখ, *Islam*, Principality Publications (UK), 28.

"মুসলমানরা মুখে বলে চলেছে সার্বজনীন সৌভ্রাতৃত্বের কথা, কিন্তু বাস্তবে কি দেখা যাচ্ছে? কোন অমুসলমান ব্যক্তির পক্ষে এই ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব নয় তো বটেই, বরং তার গলা কাটা যাবার সম্ভাবনাই দেখা দেবে"।

স্বামী বিবেকানন্দ, জ্ঞানযোগ

"তাহাদের (মুসলমানদের) মুলমন্ত্র, "আল্লা এক এবং মহম্মদই এক মাত্র পয়গম্বর"। যাহা কিছু ইহার বহির্ভূত সে সমস্ত কেবল খারাপই নহে, উপরন্তু সে সমস্তই তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিতে হইবে; যে কোন পুরুষ বা নারী এই মতে সামান্য অবিশ্বাসী তাহাকেই নিমেষে হত্যা করিতে হইবে; যাহা কিছু এই উপাসনা পদ্ধতির বহির্ভূত তাহাকেই অবিলম্বে ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে; যে কোন গ্রন্থে অন্যরূপ মত প্রচার করা হইয়াছে সেগুলিকে দগ্ধ করিতে হইবে। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত ব্যাপক এলাকায় দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া রক্তের বন্যা বহিয়া গিয়াছে। ইহাই মুসলমান ধর্ম"।

স্বামী বিবেকানন্দ, *Practical Vedanta.*

"জিহাদের অর্থ হল, পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চল বিধর্মী কাফেরদের দখলে রয়েছে, সে সমস্ত অঞ্চলকে জয় করা। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র কোরানের আইন বা কোরানের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই জিহাদের অন্তিম লক্ষ্য"।

আয়াতুল্লা খোমেনি